NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ বিস্ফোরণের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে : অর্জুন

হাওড়ায় তিন মাসের নাতিকে পুকুরে ডুবিয়ে খুন, ধৃত ঠাকুমা ২

কলকাতা ২৬ নভেম্বর ২০২৫ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.11.2025, Vol.19, Issue No. 165, 8 Pages, Price 3.00

ধর্মীয় কার্ডে ‘প্রতারণা’, মতুয়া-সতর্কতা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার (এসআইআর) প্রথম ধাপ শেষ হবে ৪ ডিসেম্বর। তার পর ৯ ডিসেম্বর প্রকাশ হবে খসড়া ভোটার তালিকা। সেই খসড়া তালিকা প্রকাশের পরে অবস্থা ভয়াবহ হতে পারে বলে মঙ্গলবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, মতুয়াভূম বনগাঁর মানুষকে আশ্বস্ত করে দলীয় মঞ্চ থেকে তৃণমূলনেত্রী এ-ও জানিয়ে দিলেন, সেই পর্বে রাজ্য সরকার মাঠে নেমে মানুষকে সাহায্য করবে। মূলত নথি পেতে যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না হয়, সেটাই নিশ্চিত করবে রাজ্য সরকার।

মঙ্গলবার সড়কপথে বনগাঁয় দলীয় জনসভায় যোগদান করেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে হেলিকপ্টারে করে আকাশপথে তার আসার কথা থাকলেও পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদলে সড়ক পথেই তিনি বনগাঁয় আসেন। এদিন মূলত সীমান্ত লাগোয়া মহকুমা বনগাঁয় এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভয়-ভীতি তৈরি হয়েছে সেই ভয় দূর করতে এবং তাদেরকে অভয় দিতে মুখ্যমন্ত্রী এই জনসভায় অংশ নেন। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন ২০২৪ সালে আপনাদের ভোটেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছেন তাই আপনাদের ভোট যদি অবৈধ হয় তাহলে কেন্দ্র সরকারও বৈধ নয়।

সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে ধর্মীয় কার্ড দিয়ে প্রতারণা হচ্ছে। সংঘের কার্ডেই দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি বলে। টাকার বিনিময়ে মহাসংঘের তরফ থেকে দেওয়া কার্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার বনগাঁ থেকে মতুয়াদের সতর্ক করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা জানান, ১০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া মতুয়া কার্ডে দিয়ে বলা হচ্ছে, এটা দেখালেই ভোটার তালিকায় নাম উঠবে! তাঁর প্রশ্ন, ‘ইলেকশন কমিশন কি এই কথা বলেছে? আগে কথাটা লিখতে বলুন। প্রতারণা করছে আপনাদের সঙ্গে।’ রামকৃষ্ণ মিশনও কার্ড দেয়, কিন্তু কোন দেশের নাগরিক তা ওরা লেখে না বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি আরও জানিয়েছেন, ‘২০০২ সালের তালিকা ধরে এসআইআর হচ্ছে, কার্ড পাচ্ছেন ২০২৫ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে। যেখানে আপনাকে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে।’

বেশ কিছু দিন ধরেই ঠাকুরবাড়ি থেকে মতুয়াদের সিএএ কার্ড দেওয়া হচ্ছে। শিবির করে তা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তা নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে বিবাদও হয়েছে। সেই কার্ডেই মতুয়াদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে গর্জে উঠেছেন মমতা। এছাড়াও শান্তনুকে নাম না করে বিঁধছেন তিনি। বলেন, ‘বড়মা যখন অসুস্থ হতেই কোথায় ছিলেন। একবার নয়। ৬ বার নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়েছি। বালু আমাকে খবর দিতেন। বালু মানে জ্যোতিপ্রিয়। ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন আমরাই করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় করেছি।’ বর্তমানে এসআইআরের সময় প্রতিমন্ত্রী বিদেশে রয়েছেন তা নিয়েও বিঁধেছেন মমতা।

এত অল্প সময়ে এসআইআর প্রক্রিয়া করা নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিএলওদের সঠিকভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। অনেকে কাজের চাপে আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। মমতা জানান, ‘এসআইআর হবে না, তা আমরা বলিনি। সময় নিয়ে করুন। সব রকম সাহায্য করতাম। আমার কয়েকজন বিএলওকে হারিয়েছি। অনেকে অসুস্থ।’ নাগরিকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘ভয় পাবেন না। আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে দেব না।’

‘আমার সঙ্গে খেলতে যেও না’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এসআইআর আবহে উত্তপ্ত রাজনৈতিক মহল। এই পরিস্থিতিতে বনগাঁ সফরে যাওয়ার পথে ফের তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার বিভ্রাট। আচমকা ইন্সিওরেন্স জটিলতার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। বিজেপিকে নিশানা করেছেন মমতা।

মঙ্গলবার বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কের মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ‘আমার আসতে দেরি হয়েছে। ক্ষমা চাইছি। আমি ৭-৮ মাস কপ্টার ব্যবহার করিনা। গাড়িতে গাড়িতে ঘুরি। আমাদের সরকারের একটা হেলিকপ্টার নেওয়া আছে। হঠাৎ খবর এল হেলিকপ্টারটা যাবে না। আমি দেখলাম দারুণ মজার খবর। ভোটই শুরু হল না, তার মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। একদিকে ভালোই হয়েছে রাস্তায় আসতে আসতে আমার জনসংযোগ হয়ে গেল। আমি বিজেপিকে বারবার বলি আমার সঙ্গে খেলতে যাস না। আমার সঙ্গে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলব, ধরতেও পারবে না। ছুঁতেও পারবে না।’

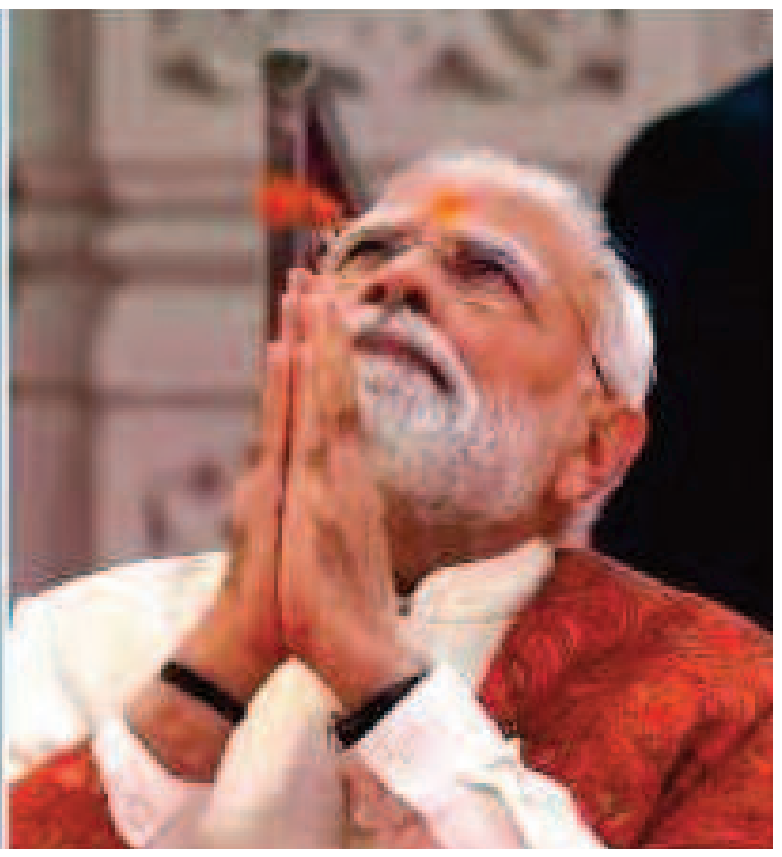

রামস্বরাজের ধ্বজারোহণ

লখনউ, ২৫ নভেম্বর: ২০৪৭ সাল, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির আগেই গড়া হবে ‘বিকশিত ভারত’। আর তা গড়ে উঠবে রামরাজ্যের আদলে। অযোধ্যায় রামমন্দিরের ধ্বজারোহণের পর এমনটাই জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বছর দুয়েক আগে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল অযোধ্যার রামমন্দিরে। তবে মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়নি। যা এবার শেষ হয়েছে। অবশেষে মঙ্গলবার অযোধ্যার আকাশে সগর্বে উড়ল ‘ধর্মধ্বজ’।

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের চূড়ায় মঙ্গলবার ‘ধর্মধ্বজ’ উত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল গোটা ভারতবর্ষ। তবে প্রথাগত পদ্ধতিতে এই পতাকা না তুলে, অভিনব প্রযুক্তির ব্যবহারে উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সাধারণত পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে দড়ি টেনে পতাকা ওড়ানো হয়। কিন্তু মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে ছিল এক অভিনব ব্যবস্থা। পুরোহিতরা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মোহন ভাগবত মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে ভাঁজ করা পতাকার পাশে ‘নমস্কার’ মুদ্রায় একটি প্রতীকী হাত স্থাপন করা ছিল। এই প্রতীকী হাতটি পতাকার দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দুই নেতা বিশেষ মেকানিজমটি অ্যাক্টিভেট করেন, যার ফলে পতাকাটি মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত হয়।

‘ধ্বজারোহণ’ অনুষ্ঠানের পর একে একে আদিত্যনাথ, ভাগবত এবং মোদী ভাষণ দেন। আবেগতাড়িত হয়ে স্পষ্টতই কাঁপতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর হাত। মোদীর কথায়, এই ধ্বজা কেবল ধ্বজা নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার ‘নবজাগরণের’ প্রতীক। এই ধ্বজা সঙ্কল্পের, সাফল্যের, সংঘর্ষের, স্বপ্নপূরণের। ভেদাভেদ এবং পীড়া থেকে মুক্তির। মোদী বলেন, ‘রামমন্দিরে এলে সকলে সপ্তমণ্ডপমে আসবেন। এই মণ্ডপগুলি বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করবে। আমাদের রাম ভেদাভেদ নয়, সদ্ভাবে প্রসন্ন হন। বংশ, কুল নয়, ভক্তিতে প্রসন্ন হন। আজ আমরাও এই ভাবনা নিয়েই এগোচ্ছি। গত ১১ বছরে নারী, দলিত, আদিবাসী, বঞ্চিত, কৃষক, যুবক, সব বর্গকে বিকাশের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। একদিন দেশের সব ক্ষেত্রে, সব মানুষের বিকাশ হবে। সে দিন বেশি দূরে নেই। এর জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। আমরা এমন সমাজ গড়ব, যেখানে কোনও দারিদ্র, দুঃখ থাকবে না।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ভাষণ দিতে ওঠেন, চারপাশে তখন রামের নামে জয়ধ্বনি। তিনিও রামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দেন। এরপর ধন্যবাদ দেন নিত্যগোপাল দাস, যোগী, ভাগবতকে। বলেন, ‘আজ সাংস্কৃতিক চেতনার আরও এক অধ্যায়ের সাক্ষী অযোধ্যা। আজ ভারত রামময়, বিশ্বও রামময়। শতাব্দীপ্রাচীন ক্ষতে আজ প্রলেপ পড়ল। বহু শতকের যন্ত্রণার অবসান।

শতাব্দীর সংকল্প আজ পূর্ণতা পেল। আজ সেই যজ্ঞের সমাপ্তি, যার আগুন ৫০০ বছর ধরে জ্বলছিল। সেই যজ্ঞ এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়নি।’ সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়ে দেন, ‘ভগবান রামের থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ওঁর ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হবে। তাঁকে আত্মস্থ করতে হবে। রাম শুধু ব্যক্তি নন, আদর্শ। ২০৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে, আমরা গড়ে তুলব বিকশিত ভারত। রামস্বরাজ। দেশের হাজার বছরের ভিত মজবুত করতে হবে আমাদের। আমাদের রাম জাত নয়, ভক্তি দেখেন, শক্তি নয় সহযোগ দেখেন।’ ধর্মধ্বজ নিয়েও আবেগপ্রবণ মোদী বলেন, ‘প্রাণ যায়ে পর বচন না যায়ে, এই বার্তা দেবে ধর্মধ্বজ। দরিদ্রদের পাশে সমাজের দাঁড়ানোর বার্তাও দেবে এই পতাকা।’

দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে দেখা করবেন তৃণমূল সাংসদরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ নয়, আগামী শুক্রবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যাবেন তৃণমূলের ১০ জন সাংসদ। যেমনটা ভার্চুয়াল বৈঠকে বলেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই ১০ জনের নাম জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে মঙ্গলবার চিঠি দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন। যদিও কমিশন তৃণমূলের পাঁচ জন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করবে জানিয়ে দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোড়া চিঠি এবং ডেরেক ও’ব্রায়েনের আবেদনের নিরিখে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, কমিশন সবসময় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তৃণমূল প্রতিনিধিরা সাক্ষাতের সময় চেয়ে যে অনুরোধ জানিয়েছেন, তাকে মান্যতা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সময় দিয়েছে কমিশন। আরও জানানো হয়েছে, ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে কমিশনের কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করতে পারে। আগামী শুক্রবার, অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর বেলা ১১টায় তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনায় বসবে কমিশন। কারা কারা কমিশনের দপ্তরে যাবেন, আগে থেকে তাঁদের নাম জানাতে হবে তৃণমূলকে।

এদিকে, জ্ঞানেশকে লেখা চিঠিতে ডেরেক জানিয়েছেন, শুক্রবার কমিশনে যাবেন সাংসদ শতাব্দী রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল, সাজদা আহমেদ, মমতা ঠাকুর, মহুয়া মৈত্র, সাকেত গোখলে, প্রকাশচিক বরাইক এবং তিনি নিজে।

মঙ্গলবারই কমিশন মমতার কালীঘাটের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিয়ে জানায়, তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করবে তারা। আগামী শুক্রবার সকাল ১১টার সময়ে। প্রতিনিধিদলে কোন পাঁচ জন থাকবেন, তাঁদের নাম জানাতেও বলা হয়েছে তৃণমূলকে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক দেখা করতে চেয়ে কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই অনুরোধের ভিত্তিতেই কমিশনের এই চিঠি। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কমিশন সব সময়েই গঠনমূলক আলোচনা করতে চায় বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে। তার পরেই তৃণমূল ১০ জন প্রতিনিধির নাম জানিয়ে চিঠি দিল কমিশনকে।

পুলিশ সংগঠনকে ভোটের কাজে নয়, কমিশনকে আবেদন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির বিরুদ্ধে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্দিষ্ট তিন পুলিশ আধিকারিকের নাম করে এবং তাঁদের ভাষণের ভিডিয়ো পাঠিয়ে ওই অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। চিঠিতে বিরোধী দলনেতার দাবি, পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যুক্ত কাউকে যেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোট সংক্রান্ত কোনও কাজে লাগানো না হয়।

সম্প্রতি পুলিশকর্মীদের ওই সংগঠনের আয়োজনে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় মহিলা পুলিশকর্মীদের একটি রাজ্য স্তরের সম্মেলন হয়েছে। সেই সম্মেলনে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক তথা মুখ্যমন্ত্রীর ‘আস্থাভাজন’ হিসাবে পরিচিত শান্তনু সিংহ বিশ্বাস যে ভাষণ দিয়েছেন, শুভেন্দু মঙ্গলবার তার ভিডিয়ো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে দেখিয়েছেন। বিজিতাশ্ব রাউত নামে এক ইন্সপেক্টর এবং রুহুল আমিন আলি শাহ নামে এক সাব-ইন্সপেক্টরের ভাষণের অংশবিশেষও তিনি দেখান। শুভেন্দু জানান, ওই ভিডিয়ো দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেই ইমেল করে চিঠি ও ভিডিয়ো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে উল্লেখ না করলেও চিঠিতে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যের নামও।

শুভেন্দু দাবি করেছেন, পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি কোনও ‘রাজনৈতিক সংগঠন’ নয়। সেই কারণেই তারা ‘রাজনৈতিক’ কথা বলতে পারে না। তাঁর কথায়, ‘সরকার লিখিত ভাবে এই সংগঠন তৈরি করে দিয়েছিল।’ বিরোধী দলনেতার ব্যাখ্যা, যে হেতু পুলিশ কর্মীরা সরাসরি রাজনৈতিক সংগঠন করতে পারেন না, সে হেতু সরকারি উদ্যোগেই এই সংগঠন গড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সংগঠনের মঞ্চ থেকে ভাষণ দিয়ে এখন পুলিশকর্তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য পুলিশকর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হয়ে যাবে বলে

বারাসাত মেডিক্যালে চোখ চুরি গেল মৃতের

ক্ষতিপূরণ-চাকরি ও তদন্তের নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের মর্গের বিরুদ্ধে উঠলো মৃতের চোখ চুরির অভিযোগ। তাতে আটকে যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। সেখানে মৃতের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অপরাধ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন মমতা। সঙ্গে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় দু’দিনের মধ্যে মৃতের মায়ের চাকরির ব্যবস্থা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মত কলকাতার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকে নির্দেশ দেন মৃতের মায়ের বায়োডাটা নেওয়ার জন্য।

প্রীতম ঘোষ নামে বছর ৩৪ এক যুবক, যার বাড়ি বারাসাত কাজীপাড়া ১ নম্বর রেলগেটের কাছে। সোমবার পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পুলিশ মর্গে রাখা হয়েছিল। মঙ্গলবার তাঁর দেহের ময়নাতদন্তও হয়। এরপর দেহ নিতে এসে পরিবারের লোকেরা অভিযোগ করেন মৃতের চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে। চোখ চুরির অভিযোগ তুলে মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহার কাছে গেলে তিনি তাদের অভিযোগ করতে বলেন এবং একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করে তদন্তের প্রস্তুতি শুরু করেন।

ইতিমধ্যে বনগাঁ জনসভা ও চাঁদপাড়ায় পদযাত্রা সেরে সড়ক পথে যশোর রোড ধরে কলকাতায় ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খবর পেয়ে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি আটকে তাঁকে অভিযোগ জানান। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে রাখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অভিযোগ শান্ত মাথায় শুনে কমিটি তৈরি করার তদন্তের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জানান, যদি অভিযোগ সত্যি হয় তাহলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও মৃতের পরিবারকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। পুলিশ, প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা বলেন, ‘আমরা আগেই তদন্ত কমিটি গড়ে তদন্তের উদ্যোগ নিচ্ছিলাম, মৃতের পরিবারকেও সে কথা জানিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, তার নির্দেশ মত সমস্ত নিয়ম মেনেই তদন্ত কমিটি গড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত শুরু করছি।’

নিরাপত্তার কারণে এখনই ভারতে আসছেন না নেতানিয়াহু

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: এখনই ভারত সফরে আসছেন না ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। আগামী মাসেই ভারতে আসার কথা ছিল তাঁর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকেও বসার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে সেই সফরসূচি পিছিয়ে দিয়েছে তেল আভিভ। ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এএনআই। যদিও প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় পর্যন্ত নয়াদিল্লির তরফে সরকারি ভাবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

২০১৮ সালে শেষবার ভারতে এসেছিলেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। তারপর কেটে গিয়েছে সাত বছর। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মজবুত হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার পর মোদীকে ফোন করেছিলেন নেতানিয়াহু। একে অপরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। নানা আন্তর্জাতিক ইস্যুতেও ভারত এবং ইজরায়েল একে অপরের পাশে থেকেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারত সফর করতে নেতানিয়াহু যথেষ্ট উদগ্রীব, এমনটাই মত ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের।

প্রসঙ্গত, নয়াদিল্লির উপর আমেরিকার অতিরিক্ত শুল্কবাণ নিক্ষেপের পরই নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বাগে আনার ‘মন্ত্র’ তিনি জানেন। এবিষয়ে গোপনে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কিছু পরামর্শ দিতে চান। অন্যদিকে, মোদীর দেশে সফর করলে ইজরায়েলে নেতানিয়াহুর ‘ব্র্যান্ড ভ্যালু’ও বাড়বে বলে মত বিশ্লেষকদের। সম্ভবত এই দুই কারণেই ভারতে আসার পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর। কিন্তু আপাতত সেটা বাতিল। দিল্লিতে বিস্ফোরণ, ১৫ জনের মৃত্যু ঘিরে আপাতত স্থগিত নেতানিয়াহুর সফর।

গত মাসে দিল্লিতে এসে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক সেরে গিয়েছেন ইজরায়েলি বিদেশমন্ত্রী গিদন সার। গত সপ্তাহেই তিন দিনের জন্য ইজরায়েল সফরে গিয়েছিলেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। এ অবস্থায় ডিসেম্বরে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সফরে দিল্লি এবং তেল আভিভের মধ্যে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও বিস্তৃত আলোচনার সম্ভাবনা ছিল। তবে জানা যাচ্ছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য ওই সফর পিছিয়ে দিচ্ছেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের তরফেও সরকারিভাবে এ বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে তেল আভিভ সূত্রে ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখা হচ্ছে। আগামী বছরে ভারত সফরের কথা ভাবা হচ্ছে বলে দাবি তেল আভিভের ওই সূত্রের। দাবি করা হচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণের কারণেই এই সফরসূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, চলতি বছর অন্তত তিনবার ভারত সফরের পরিকল্পনা করেছেন নেতানিয়াহু। এপ্রিল মাসে ভারত সফরের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তারপর গত ৯ সেপ্টেম্বর একদিনের জন্য ভারত সফরের পরিকল্পনা করলেও শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি নেতানিয়াহু। কারণ ১৭ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলে নির্বাচন ছিল। অবশেষে ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসার পরিকল্পনা করেন নেতানিয়াহু। কিন্তু দিল্লিতে বিস্ফোরণের জেরে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। তাই আপাতত ভারত সফর বাতিল করছেন তিনি। নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সফরের পরবর্তী দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৪৭ নং এফিডেভিট বলে Santanu Samanta S/o. Sukumar Samanta ও Shantanu Samanta S/o. S. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মফিজুল রহমান মন্ডল ২১/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Liyakat Ali Mondal ও Liyakat Mondal ও আমার মাতা Machhura Mondal ও Machura Bibi উভয় একই ব্যক্তি গোখুরাপোতা পোষ্ট চারাতলা চাপড়া নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি সহদেব মিস্ত্রী ১২/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা লাল মোহন মিস্ত্রী ও লালু মিস্ত্রী উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি Jarman Sk 15/11/25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Jarman Sk ও Jarman Ali Sk এবং আমার পিতা Akbat Sk ও Akbar Ali Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৪৮ নং এফিডেভিট বলে Mahadeb Das S/o. Prabhat Chandra Das ও Mahadev Das S/o. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি আনিচুর মন্ডল ১২/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আনিচুর মন্ডল ও আনিসুর মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

AFFIDAVIT

আমি Subhra Saha (Mondal) W/o. Dipak Ranjan Saha & D/o. Late Sailendra Nath Mondal, R/o. 2/225, Kapasdanga, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. এতদ্বারা গত 13/11/2025 তারিখের ১ম শ্রেণীর মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 10878 নং এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার অ্যাকাডেমিক সংক্রান্ত কাগজপত্রে ও পুরাতন EPIC কার্ডে ও Service Joining Letter-এ আমার নাম Subhra Mondal আছে। বর্তমানে আমার আধার কার্ড, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, নতুন EPIC কার্ড, Service IOSM Portal এবং ব্যাঙ্ক একাউন্ট-এ Subhra Saha (Mondal) নামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমি **Subhra Saha (Mondal)** ও **Subhra Mondal** W/o. Dipak Ranjan Saha & D/o. Late Sailendra Nath Mondal, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ (১) **নাসিরুদ্দিন মণ্ডল,** (২) বসির মণ্ডল, (৩) জিয়ারুল মণ্ডল ও (৪) আশারুল মন্ডল, সকলের পিতা মহঃ মোসারেফ মণ্ডল, সর্ব সাং বেড় হাঁসখালী, পোঃ ও থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, গত ইং ০৩.১১.২০২০ তারিখে হাঁসখালী ADSR অফিসের I-2338/2020 নং বিক্রয়কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার ৫৩ নং হাঁসবালী মৌজায় L.R ৪৫/৪, ৩৭৮/২ নং ও ১০০৭১ নং খতিয়ানে, R.S ও L.R ৯৪৪, L.R ৯৪৪/১৫০৬ নং দাগে মোট ৬১.৫ শতক সম্পত্তি, শ্রী রনজিত প্রামানিক, পিতা- মৃত অজিত প্রামানিক, সাং বেড় হাঁসখালী, পোঃ ও থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত বনজিত প্রামানিক উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৭.০৩.২০২০ তারিখে হাঁসখালী ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৭নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি তাহাদের নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে নভেম্বর, ৯ ই অগ্রহায়ণ। বুধবার। ষষ্ঠী তিথী। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। স্কন্দ ষষ্টি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

Name Change

I, **Smt. Ruma Basak Khanra**, W/o- Shri Birendu Kumar Khanra, residing at Vill. Mamudpur, P.O. Digsui, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin-712148 declare that my correct and actual name is Ruma Basak Khanra, W/o- Birendu Kumar Khanra. That in son's Birth Certificate (Being N0. 590, Dt.- 25.10.2016, Issued by Mogra 2 No. Gram Panchayat) my name has been recorded as Ruma Khanra istead of Ruma Basak Khanra. That Ruma Basak Khanra & Ruma Khanra is being same, self & one identical person vide affidavit no. 11658, dt. 25.11.2025 sworn before Ld. 1st Calss Judicial Magistrate, Hooghly, Chinsurah.

I, Archina Nandy, D/O- Lt. Paresh Chandra Paul at 2/1 Nilambar Mukherjee Street, Shyambazar S.O, Kol-700004. That in my PNB bank A/C 16662282000455 where my name has been recorded as Archana Nandy. That I swearing affidavit before in the Learned Executive Magistrate at Howrah Dt 14.11.25 . I, Archina Nandy (New Name) & Archana Nandy (Old Name) is same and one identical person

I, Archina Nandy, D/O- Lt. Paresh Chandra Paul at 2/1 Nilambar Mukherjee Street, Shyambazar S.O, Kol-700004. That in my Indian Bank A/C-20102774786 where my name has been recorded as Archana Nandi. That I swearing affidavit before in the Learned Executive Magistrate at Howrah Dt 14.11.25 . I, Archina Nandy (New Name) & Archana Nandi (Old Name) is same and one identical person

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **মিরাজ মন্ডল,** পিতা- মৃত সুধীর সরকার, সাং বেড় হাঁসখালী, পোঃ ও থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, গত ইং ৩১.০১.২০২৪ তারিখে হাঁসখালী ADSR অফিসের I-412/24 নং বিক্রয়কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার ৫৩ নং হাঁসখালী মৌজায় L.R ৪৫/৪, ৩৭৮/২ ও ১০০৭১ নং খতিয়ানে, R.S ও L.R ৯৪৪/১৫০৬ নং দাগে মোট ১৬.৫ শতক সম্পত্তি, শ্রী রনজিত প্রামানিক, পিতা- মৃত অজিত প্রামানিক, সাং বেড় হাঁসখালী, পোঃ ও থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত রনজিত প্রামানিক উক্ত সম্পত্তি গত ইং ১৭.০৩.২০২০ তারিখে হাঁসখালী ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৭ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নামা দলিলমূলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনগণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আদালতে এবং বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নিম্নলিখিত 'ল' ক্লার্কসগণ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ 'ল' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সীল অফিস শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল), ১নং বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ঠিকানায় তাঁহাদের নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে উপোরক্ত ঠিকানায় কাউন্সীল অফিসে জানাইতে পারেন।

১) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন-১, রাখী দাস আদক, থানা- ডেবরা, চয়ন প্রামানিক, থানা- ডেবরা, পিনাকী দাস, থানা-খড়গপুর লোকাল, সন্দীপ দে, থানা- খড়গপুর লোকাল, সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী, থানা-খড়গপুর লোকাল, কৌশিক সিংহ, থানা- খড়গপুর লোকাল, দেবেন পাল।

২) জেলা- দঃ ২৪ পরগনা, থানা- পাথর প্রতিমা, প্রদীত্য শংকর দাস, থানা- বাসন্তী, শিবানী মন্ডল।

৩) জেলা-নদীয়া, থানা- কল্যাণী, শঙখদীপ সিংহ।

৪) জেলা-হুগলী, থানা- খানাকুল, তপন শাসমল, থানা- খানাকুল, হাসিম আব্দুল হালিম খাঁন।

A.I.L.C.F
West Bengal State
Adhir Manna
President
24-11-2025

আমোক্তারনামা মূলে ক্রীত সম্পত্তির নাম পত্তনের বিষয়ে বিজ্ঞাপন

এত দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রীমতি যশোদা বিশ্বাস স্বামী স্বপন কুমার বিশ্বাস সাং পূর্ব পাথরী, পোস্ট হিজলী, থানা খড়গপুর লোকাল, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা ১) প্রদীপ কুমার বেরা ২) সুদীপ কুমার বেরা উভয়ের পিতা স্বর্গীয় রামরঞ্জন বেরা সাং সঙ্গত বাজার মেদিনীপুর পোস্ট মেদনীপুর, থানা মেদিনীপুর কোতোয়ালি, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। উক্ত আমোক্তার দাতাগনের তরফে গত ইং ৭/১২/২০১৫ তারিখে মেদিনীপুর এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্টিকৃত ৪ নং বহির ২৪২ নং আমোক্তার নামাপত্রের দ্বারা নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী কেশব ভূঞ্যা পিতা শ্রীমঙ্গল ভূঞ্যা সাং শোভানীপুর, পোস্ট মাতকাতপুর, থানা খড়গপুর লোকাল, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর কর্তৃক রেজিস্টিকৃত ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্টার ১, পশ্চিম মেদিনীপুর দলিল নং ১৬৫৬৪/২০২৫ তাং ২৯.১০.২০২৫ দ্বারা তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি আমোক্তার দাতাগনের নিজ এবং দাতাগনের স্বর্গীয় মাতা ৺কাজল বেরা মহাশয়ের লোকান্তে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কাহারো কোন দাবি আপত্তি অধিকার থাকিয়া থাকে তবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে খড়্গপুর ১ নং বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন নতুবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা খড়গপুর লোকাল, মৌজা শোলাডহর, জে এল নং ২৪৬, এল আর খতিয়ান নং ২৩৬, ২৩৭ ও ২৩৮ আর এস ও এল আর দাগ নং ৮৬ শ্রেণী পশি, মোট ৮৫ ডেসিঃ মধ্যে ৪২ ডেসিঃ বাদে ৩৬ ডেসিঃ

শ্রীদাম ঘোষ, এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, সারদা মিনারেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড - এর ডাইরেক্টার শ্রী সঞ্জয় কুমার সারদা মহাশয় তাহার ২৯/১/এ, চন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, এল পি - ইউ.জি., গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলি - ৭০০০২৫ স্থিত অফিস হইতে ১৯৫৭ সালের ৬৯০৮ নং দলিলটি (যাহা বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯৩ ও পৃষ্ঠা নং ২০৮ হইতে ২১৯ - তে নথিভুক্ত এবং আলিপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নিজ নেপাজত হইতে হারাইয়া ফেলেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দলিলটি তাহার স্ত্রী শ্রীমতী লীনা সারদা ও সারদা মিনারেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড - এর পৃথকভাবে মালিকানাধীন ৮৭ এ, হরিশ মুখার্জি রোড, কলি - ৭০০০২৬ প্রেমিসেসস্থিত সম্পত্তির পূর্ববায়াদের মালিকানা প্রসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে, আমার মক্কেল ২০/১১/২০২৫ তারিখে ভবানীপুর থানায় জি.ডি.ই. দায়ের করেন যাহার ক্রমিক নং ২০৪৩।

কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি উক্ত দলিলটি খুজিয়া পান তাহলে অনুগ্রহ করে তৎক্ষণাৎ আমাকে যোগাযোগ করিয়া ফেরত দিয়া বাধিত করিবেন। যদি কোনোরূপে দলিলটি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ফেরত না পাওয়া যায় তাহা হইলে উহার প্রত্যায়িত কপি - ই আসলসম ও সর্বত্র মান্য বলিয়া গণ্য হইবে।

যোগাযোগ
প্রদীপ্ত ঠাকুর
অ্যাডভোকেট, হাই কোর্ট, কলিকাতা
মোঃ - ৯৮৩১৫২৬২৭৭ / ৯৭৪৮৯১৯২৫

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Probate Case No. 09/2025

রঞ্জিত গিরি ....দরখাস্তকারী।
বনাম
মীরারানি গিরি দীং ....প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, রতিকান্ত গিরি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহার পুত্র রঞ্জিত গিরি, সাং- সুকান্তপল্লী, পোঃ-আবাস, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কে গত ইং ২১.০৩.২০২৪ তারিখে একটি অনিবন্ধিত শেষ ইচ্ছাপত্র নিম্ন তপশীল সম্পত্তি মূলে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উক্ত রতিকান্ত গিরি গত ইং ১৮.০৭.২০২৪ তারিখে পরলোকগমন করিবার পর উক্ত দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে উক্ত অনিবন্ধিত শেষ ইচ্ছাপত্র মূলে প্রবেট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনো রকম আপত্তি থাকিলে অদ্য তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মাননীয় আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। নিম্ন তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, মৌজা- খাসজঙ্গল, জে এল নং- ১৬৭, খতিয়ান নং- ৫২৭,
দাগ- ৬৩০/১২৬৯, শ্রেনী- বাস্ত, পরিমান ১০ ডেঃ

আদেশানুশারে 10/11/25
Barun Kr Santra (সেরেস্তাদার)
District Delegate Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সওকত আলি মন্ডল, পিতা মরহুম আব্দুল হামিদ মন্ডল, সাকিম - আমড়িয়া, পোঃ- আটী, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫, বিগত ইংরাজী ২৬/০৩/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-২৯৬৫/২০২১ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**রবি সেন,** পিতা- মৃত সদানন্দ সেন, সাকিম- ও পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **রবি সেন** হুগলী ডি.এস.আর-১ অফিসে **শ্রী ভরত সেন,** পিতা শ্রী রবি সেন, সাকিম- ও পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫; মহাশয়কে I-৭৬২২/২০২২ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে ০৮(আট) শতক বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, জে.এল.নং ৩৯, হাল ৩৯/ ১ বর্তমান (এল.আর.) ৫৬১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক (আর. এস.) ২৩৬ হাল (এল.আর.) ৫৩২ নম্বর দাগে পুকুর ১৲ অংশে ৪২ শতকের মধ্যে ০.৩০০০ অংশে ১৩ শতক তন্মধ্যে ০৮ (আট) শতক আমমোক্তারকনামা বলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইতি- **রবি সেন (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী** পিতা 'দিলীপ চক্রবর্ত্তী জাতি ব্রাহ্মন' (হিন্দু) পেশা ব্যবসা সাং- গোবিন্দপুর, পোঃ- রুকনী থানা পাড়া, জেলা পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১৪৫, (পঃবঃ) ভারতীয় নাগরিক। জেলা পুরুলিয়া থানা রঘুনাথপুর দুবড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন ৮৩ নং- জে.এল ভুক্ত গোবিন্দপুর মৌজা এল.আর খতিয়ান ২৮৪ নং- ও হাল দাগ ২৮,২,৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৫০৭, ৫১৩ নং- প্লটের পরিমান ৩৩৫ ডেঃ- তিনশত পঁয়ত্রিশ ডেসিমেল জায়গা রঘুনাথপুর এডি.এস.আর অফিসে গত ইংরাজী ০৫/০১/২০২১ তারিখে ১৫/২০২১ নং- ও ০৭/১০/২০২০ তারিখে ২১০৯/২০২০ নং- ও [illegible]

Soudip Banerjee
(অ্যাডভোকেট)
মোঃ- ৯১২৬৩৮১৫৫৭/৭৯০৮৬৩৬৬২৯
রঘুনাথপুর সাব-ডিভিশন কোর্ট, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, প্রথম ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া

রেফা:- ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নং- ৯১/২০২৫

দরখাস্তকারী:- শ্রীমতী মৌসুমী মন্ডল (ধঁক), স্বামী- শ্রী সমীর মন্ডল, সাং- গ্রাম- ধরমপুর, পো:- জামদারা, থানা-ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১০

বনাম

প্রতিপক্ষ:- শ্রী সমীর মন্ডল, পিতা- শ্রী রবীন মন্ডল, সাং- গ্রাম- ভঞ্জীপুর, পো: ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১০

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী, **শ্রীমতী মৌসুমী মন্ডল (ধঁক)** আপনি প্রতিপক্ষ **শ্রী সমীর মন্ডল** আপনার বিরুদ্ধে ডিভোর্স চাহিয়া অত্র মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন এবং আপনাকে প্রতিপক্ষ হিসাবে সমন প্রেরন করেন। কিন্তু আপনি প্রতিপক্ষ বরাবর আদালতের সমন এড়াইয়া যাইতেছেন। আপনাকে আরোও জানানো যাইতেছে যে, আপনি এই বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমাটি একতরফা প্রসিড করিবে এবং একতরফা ডিক্রী হইবে।

আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ বানার্জী (সেরেস্তাদার)
লারনেড কোর্ট অফ এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট জজ প্রথম ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া

আমোক্তারনামা মূলে ক্রীত সম্পত্তির নামপত্তনের বিষয়ে বিজ্ঞাপন

এত দ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর থানা খড়গপুর টাউন, খড়গপুর পৌরসভা ভুক্ত মৌজা আঁধারকুলি, জে এল নং ১৪৬ রি.ভি. খতিয়ান ১২৭ হাল এল আর খতিয়ান ৫১৯, রি.ভি. ও এল আর দাগ নং ২৪ পরিমান ৮.৫০ ডেসি. বাস্তু ভূমির রায়ত দখলিকার মালিক ছিলেন ৺ঝরনা মাহাত, স্বামী হেমন্ত কুমার মাহাত গ্রাম নুননুন গেড়িয়া, পোস্ট + থানা +জেলা ঝাড়গ্রাম, মহাশয়া উক্ত ৺ঝরনা মাহাতর লোকান্তে তার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিক ও দখলিকার হন ১) হেমন্ত মাহাত (স্বামী) ২) কাকলি রুথ মাহাত (বিবাহিতা কন্যা) ৩) কোহেলি মেরি মাহাত (বিবাহিত কন্যা) ও ৪) কল্লোল সাইলাস মাহাত, গত ইংরেজি ২৩.০৬.২০২৩ তাং উক্ত ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ারিশগণ ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্টার ঝাড়গ্রাম অফিসের ২৩৩৬ নং আমোক্তার নামাপত্রের দ্বারা তাহাদের পক্ষে তাহাদের পিতা হেমন্ত কুমার মাহাত মহাশয়কে আমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমোক্তারনামা দলিল মূলে হেমন্ত কুমার মাহাত পিতা স্বর্গীয় জয়রাম মাহাত গ্রাম নুননুন গেড়িয়া, পোস্ট +থানা+ জেলা ঝাড়গ্রাম, কর্তৃক উক্ত সম্পত্তি ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্টার II পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসের যথাক্রমে ১) দলিল নং ৪২২৬/২৫ তাং ১৩/৬/২০২৫ ক্রেতা শ্রী সুরজিৎ সিং পিতা ৺রামচন্দ্র সিং সাং বেজদা, পোস্ট গড় হরিপুর, থানা দাঁতন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর পরিমান ৪.৭৫ ডেসি. ২) দলিল নং ৪২২৮/২০২৫ তাং ১৩-৬-২০২৫ ক্রেতা শ্রীমতি সোমবারী সিং গিরি স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার গিরি সাং বেজদা, পোস্ট গড় মনোহরপুর, থানা দাঁতন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ১.৮৭৫ ডেসি. ৩) দলিল নং ৪২২৯/২৫ তাং ১৩.০৬.২০২৫ ক্রেতা সত্যব্রত পন্ডিত পিতা হিমাংশু পন্ডিত সাং ধলহরা, পোষ্ট নিকুড়সেনী, থানা দাঁতন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পরিমান ১.৮৭৫ ডেসি. মহাশয়গণ/ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয় যদি কাহারো কোন দাবি অধিকার আপত্তি থাকিয়া থাকে তবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে খড়্গপুর ১ নং বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অভিযোগ জানাইতে পারিবেন নতুবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

শ্রীদাম ঘোষ, এডভোকেট
জর্জ কোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বিস্ফোরণের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে : অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার ৬ নম্বর গলিতে রবিবার মধ্যরাতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিস্ফোরণের সেই ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যদিও ভাইরাল হওয়া সেই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে বিস্ফোরণের ছবি পোস্ট করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ভাটপাড়া থানার আইসি যিনি অলিখিত ভাটপাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, তাঁর মদতে কাঁকিনাড়ার ৬ নম্বর গলির মসজিদের কাছে কয়েকজন জেহাদি বিস্ফোরক মজুত রেখেছিল। বিস্ফোরণের ফলে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায় এবং স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এমনকী, এখনও সেই স্থান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অথচ ভাটপাড়া থানার পুলিশ এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত।' ওই এলাকায় মজুত রাখা অস্ত্র ও বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করার জন্য তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের

কাছে দাবি রেখেছেন।

মঙ্গলবার বেলায় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'ভাটপাড়া থানার অন্তর্গত কাঁকিনাড়ার ৬ নম্বর গলিতে মসজিদের পাশে একজন খৈনি বিক্রেতার বাড়িতে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে। তাঁর দাবি, ভাটপাড়া থানার আইসি-র ভূমিকা ভাটপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির মতো। উনি ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ বিস্ফোরণের ঘটনার কোনও তদন্ত করছে না। পুলিশের ভূমিকা পুরো নিষ্ক্রিয়। যেই বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেই বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এফআইআর দায়ের করা হয়নি।

বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের কথায়, এত বড় বিস্ফোরণ কাণ্ড এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করা উচিত ছিল। কারণ, পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করবে না। তিনি আশঙ্কা করছেন, ওখানে বিস্ফোরক মজুত রাখা হয়েছিল, বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটানোর জন্য। তাঁর ধারণা, সকেট জাতীয় বোমা মজুত রাখা হয়েছিল। মজুত রাখা একাধিক বোমা ওখানে একসঙ্গে ফেটেছে। তাঁর দাবি, ওখানকার রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘুরা বিস্ফোরণের ছবি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

যদিও বিস্ফোরণের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ভাটপাড়া উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের সাফাই, ওখানে কোনও বিস্ফোরণ ঘটেনি। এটা হয়তো পুরনো কোনও ছবি অথবা এআই দিয়ে বানানো ছবি। তাঁর অভিযোগ, সরকার ও প্রশাসনকে বদনাম করতে বিজেপি বিস্ফোরণের অভিযোগ করছে।

সেনকো গোল্ড নিয়ে এল বিবাহ কালেকশন সঙ্গে আকর্ষণীয় অফার।

হাওড়ায় তিন মাসের নাতিকে পুকুরে ডুবিয়ে খুন, ধৃত ঠাকুমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মঙ্গলবার ভোরে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার পিরডাঙা গ্রামে ঘটে গেল হাড়হিম করা ঘটনা। তিন মাসের এক শিশুকে পুকুরে ডুবিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তারই ঠাকুমার বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশের জেরায় ঠাকুমা স্বীকার করেছেন তিনি নিজেই নাতিকে জলে ফেলে দেন। কী কারণে এমন নৃশংস পদক্ষেপ, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। সন্তানের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন শিশুটির মা-বাবা, প্রতিবেশীদের রোষও তীব্র। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শিশুর বাবা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রাতের শিফটে কাজ করেন। একা শিশুকে সামলাতে অসুবিধা হওয়ায় মা ময়না বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মাকে শ্বশুরবাড়িতে এনে রেখেছিলেন। রবিবার বধূর মা বিশেষ কাজে নিজের বাড়ি গেলে তাঁর জায়গায় অভিজিৎবাবুর মা, অর্থাৎ শিশুর ঠাকুমা এসে থাকেন। সেই রাতেই ঠাকুমার সঙ্গে একই ঘরে ঘুমিয়েছিল শিশুটি।

মঙ্গলবার ভোরে ময়না বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেন বিছানা ফাঁকা, সন্তান উধাও। আতঙ্কে তিনি চিৎকার করতে থাকলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর গ্রামের একটি পুকুরে শিশুর নিথর দেহ ভাসতে দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়দের দাবি, মা এবং প্রতিবেশীদের চাপের মুখে শেষমেশ ঠাকুমা স্বীকার করেন;তিনি নাতিকে পুকুরে ডুবিয়েছেন। কেন এই নির্মম কাজ, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও পুলিশ ইতিমধ্যেই ঠাকুমাকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ভয়াবহ ঘটনাটি ঘিরে এখনো উত্তেজনা তুঙ্গে পিরডাঙায়।

শিয়ালদহ ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ ও বিধাননগর রোড স্টেশনের মাঝে সেতু নম্বর এক,এর পাঁচ নম্বর লাইনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বুধবার রাত ১১.৪৫ থেকে ২৭ নভেম্বর ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত (মোট দুশো পঁচিশ মিনিট) ট্রাফিক ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রাখা হবে। ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচলে পরিবর্তন আনানো হয়েছে:-

আজ বাতিল ট্রেন

৩১৪৪৭ শিয়ালদহ- নৈহাটি লোকাল

৩১৪৫০ নৈহাটি-শিয়ালদহ লোকাল

শর্ট টার্মিনেশন/শর্ট অরিজিনেশন

৩১৫৪২ শান্তিপুর, শিয়ালদহ লোকাল থেকে ব্যারাকপুরে শর্ট টার্মিনেট

৩৩৮৫৮ বনগাঁ, শিয়ালদহ লোকাল থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্টে শর্ট টার্মিনেট

৩১৫১১ শিয়ালদহ, শান্তিপুর লোকাল থেকে বারাকপুর থেকে শর্ট অরিজিনেট (২৭ নভেম্বর)

৩৩৮১৫ শিয়ালদহ, বনগাঁ লোকাল থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে শর্ট অরিজিনেট (২৭ নভেম্বর

পুনঃনির্ধারিত ট্রেন (২৭ নভেম্বর)

৫৩১৭১ শিয়ালদহ, লালগোলা যাত্রীবাহী শিয়ালদহ থেকে সাড়ে তিনটের বদলে চারটে পনেরো মিনিটে ছাড়বে।

এ ছাড়া, ১৩১০৬ বালিয়া, শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, বুধে যাত্রা শুরু করে ২৭ নভেম্বর পথে নব্বই মিনিট নিয়ন্ত্রিত রাখা হবে।

আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার হাওড়া জেলার শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ড সব্যসাচী সেন, ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির হাওড়া জেলা শাখার কো-অর্ডিনেটর মন্দিরা চক্রবর্তী, সদস্য সন্দীপ দাস ও অন্যান্য অধ্যাপকরা। এছাড়াও অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আপৎকালীন পরিস্থিতি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে দুর্গত মানুষদের সাহায্য করার বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয় এদিন।

অবশেষে বিক্রি ১৩ বছর দমদম বিমানবন্দরে পড়ে থাকা বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ১৩ বছর ধরে দমদম বিমানবন্দরের এক কোণে অচল অবস্থায় পড়ে থাকা বোয়িং বি-৭৩৭ বিমানটি অবশেষে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সূত্রে খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার মালিকানাধীন এই ৪৩ বছর বয়সি বিমানটি ২০১২ সাল থেকে ব্যবহারবিহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি বিমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিমানটি কিনে নিয়েছে। প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবে সেটি। প্রায় জলের দরে বিক্রি হওয়া এই বিমানের জন্য এয়ার ইন্ডিয়াকে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে ভাড়া বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা দিতে হয়েছে। শিগগিরই সড়কপথে বিমানটি বেঙ্গালুরু নিয়ে যাওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন সম্প্রতি কর্মীদের উদ্দেশে এক বার্তায় জানান, 'আমরা একটি বি-৭৩৭-২০০ বিমান বিক্রি করেছি, যা ২০১২ সাল থেকে অচল অবস্থায় পড়ে ছিল। পুরনো বিমান নিস্পত্তি অস্বাভাবিক নয়, তবে এই ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই জানতাম না যে বিমানটি আমাদের মালিকানাধীন।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বহু বছর আগে ডাক বিভাগের কাজে বিমানটি পরিষেবা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। নথিতে তার উল্লেখ না থাকায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি সবার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়।

নতুন ভোটার কার্ড সংশোধনের আবেদনেও আধার কার্ড বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনুমারেশন ফর্মে আধার বাধ্যতামূলক করার পর নির্বাচন কমিশন এবার নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন, ভোটার কার্ড স্থানান্তর এবং সংশোধনের আবেদনেও আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে। এতদিন নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন জানানোর ৬ নম্বর, স্থানান্তরের আবেদন জানানোর জন্য ৭ নম্বর ও সংশোধনের আবেদন জানানোর ৮ নম্বর ফর্মে আধার জমা দেওয়া ঐচ্ছিক ছিল। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার থেকে এই তিনটি ক্ষেত্রেই আধার নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ২৭ অক্টোবর যে বারোটি রাজ্যে একযোগে এস আই আর প্রক্রিয়া চালুর নির্দেশিকা জারি হয়েছিল, সেখানে অনলাইন এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে ভোটার কার্ড ও আধার;উভয়ের সঙ্গেই আবেদনকারীর ফোন নম্বর লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই নির্দেশ খতিয়ে দেখেই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে কমিশন।

কমিশনের মতে, আধার নম্বর ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার

‘বিএলও আন্দোলন সাজানো নাটক’
কমিশনে বিক্ষোভকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের রাজ্য দপ্তরের সামনে সোমবার এবং মঙ্গলবারে যে তথাকথিত ‘বিএলও আন্দোলন’ চলল, তাকে ‘তৃণমূল পরিচালিত সাজানো নাটক’ বলে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ভয় দেখানো এবং গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই তৃণমূল এই পরিকল্পিত বিক্ষোভ ঘটিয়েছে।

শুভেন্দুর কথায়, তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনই কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। স্লোগানে উঠে এসেছে, ‘রক্ত, লেপা খুনিদের তাড়াও, মনোজ আগরওয়ালকে বাংলা থেকে তাড়াও!’ কিংবা ‘মনোজ আগরওয়াল ও জ্ঞানেশ কুমারের রক্তাক্ত হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও!’, যা তাঁর দাবি অনুযায়ী, সরাসরি কমিশনের আধিকারিকদের টার্গেট করে হুমকি দেওয়ার শামিল। বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, ‘আসল কতজন বিএলও উপস্থিত ছিলেন? এ তো নিছক তৃণমূলের কর্মীদের সাজানো জমায়েত।’

তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের কর্তারা শুধু তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন। আর তা আটকাতেই তৃণমূল এই চাপের রাজনীতি খেলছে। তাঁর কটাক্ষ, ‘খেলার ছলে যখন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, তখন তৃণমূল রেফারিকেই আক্রমণ করে। নির্বাচন কমিশন দেশের সংবিধানের স্তম্ভ, তাকে হেনস্থা করা কোনও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ নয়, এটা জনগণের ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা।’

তৃণমূলের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, ‘ভুয়ো ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে নির্বাচনকে ঘিরে নানান কুকথা, সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে এখন এই নতুন নাটক।’ তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘দু’হাজার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনই হবে তৃণমূলের ওয়াটারলু। বাংলার মানুষ ভুলবে না, ক্ষমা করবে না।’

কমিশনের নির্দেশের পর শুভেন্দুকে
‘খণ্ড খণ্ড করে ফেলার’ হুমকি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআরের কাজে বিএসকে কর্মীদের ব্যবহার করা যাবে না, নির্বাচন কমিশনের এমন স্পষ্ট নির্দেশ জারি হওয়ার পর উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। এর মধ্যেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনা বিএসকে ইউনিটের এক নেতা তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়েছেন।

শুভেন্দুর দাবি, নূর ইসলাম মোল্লা, যিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিএসকে ইউনিটের জেলা সহ-সভাপতি, বিএসকেদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁকে লক্ষ্য করে লিখেছেন যে শুভেন্দুকে ‘খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলা হবে’। শুভেন্দুর কথায়, ‘এটা শুধু একটি রাজনৈতিক হুমকি নয়, সরাসরি হত্যার হুমকি। রাজ্যে আইনের শাসন কতটা ভেঙে পড়েছে, এই ঘটনাই তার বড় উদাহরণ।’

অভিযুক্ত বিএসকে নেতা নূর ইসলাম

অভিযুক্ত নূর ইসলামের ফোন নম্বর ৯৮০০২৯৬৮৫৫ উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে বিএসকেরা এসআইআর-এর কাজে অংশ নিতে পারবে না। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে এখন আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা।’ বিরোধী দলনেতার দাবি, বিএসকে ইউনিটকে ব্যবহার করে এক শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বেআইনি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। তিনি অভিযোগ করেন, যারা কমিশনের নির্দেশ মানছে না, তারাই এখন বিরোধীকে হুমকি দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্র আক্রমণ করছে। এটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়।

সূত্রের খবর, হুমকির স্ক্রিনশট ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপির আইনি সেলে জমা পড়েছে। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনকেও বিষয়টি জানাবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ঘটনা সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি সরকারি প্রকল্পের ইউনিটের নেতা যদি সরাসরি বিরোধী দলনেতাকে হত্যার হুমকি দেন; তা ফৌজদারি অপরাধ, এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।

রাজ্যে ভোটের আগে উত্তেজনার পারদ এমনিতেই চড়ছে। তার মাঝে শুভেন্দুর প্রতি এই হুমকির অভিযোগ রাজনৈতিক মহলে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

৯ দফা অভিযোগ-দাবি, পেশে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় একাধিক দুর্বলতা ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ৯ দফা দাবি জমা দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংস্থার দাবি, প্রশাসনিক অনিচ্ছা, অ্যাপ, ত্রুটি, নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রশিক্ষণের অভাব, এসবের কারণে ব্লকস্তরে কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

সংগঠনের অভিযোগ, শুরুতেই রাজ্যের একাংশের প্রশাসন ধরে নিয়েছিল যে এসআইআর হবে না। ফলে বহু এলাকায় বিএলওদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। এর ফলে বেশ কিছু এলাকায় ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া মন্থর হয়েছে। সংগঠন দাবি করেছে, ডিউটিরত অবস্থায় কোনও বিএলও মারা গেলে সরকারি ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে কমিশন থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। একইসঙ্গে শুধুমাত্র দপ্তরের কাজের সময়ের বাইরে কাজ করে নির্দিষ্ট সময়সীমায় ডিজিটাইজেশন শেষ করা সম্ভব নয় বলে কমিশনের কাছে বিএলওদের অফিসিয়াল ডিউটির মর্যাদা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

অ্যাপের অস্থিরতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন। তাদের দাবি, অ্যাপ,ত্রুটির দায় শুধুমাত্র বিএলও-দের উপর চাপানো হচ্ছে, যা অযৌক্তিক। অসন্তোষজনক কাজের ক্ষেত্রে সুপারভাইজার থেকে ইআরও সবার ওপরই দায়বদ্ধতা আরোপ করা উচিত। অস্থায়ী বিএলও-দের মধ্যে অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। মঞ্চের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বল্পসংখ্যক সরকারি কর্মীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বিপজ্জনক হতে পারে।

সংগঠন জানিয়েছে, স্মার্টফোন ব্যবহারে অনভিজ্ঞ বিএলও-দের জন্য দ্রুত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর বরাদ্দের নির্দেশ প্রয়োজন। তবে রাজ্য সরকারের চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি কর্মীদের এসআইআর সম্পর্কিত কাজে ব্যবহার না করারও দাবি জানানো হয়েছে।

আদর্শের হত্যাকাণ্ডে স্পষ্ট ডেটিং অ্যাপের বিপদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত তখন প্রায় বারোটা। ততক্ষণে চকচকে প্রোফাইল আর লাস্যময়ী ছবির টোপে ধনী যুবক আদর্শ লোসালকার ঢুকে পড়েছিলেন এক অদৃশ্য ফাঁদে। বন্ধুত্বের মিষ্টি ছলনায় শুরু হয়েছিল আলাপ, তারপর ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতাই লোসালকার জীবনে হয়ে ওঠে মৃত্যুর ফাঁস।

এদিকে কমল সাহা আর তার সঙ্গী ধ্রুব মিত্র বহুদিন ধরে সাজাচ্ছিল নিখুঁত স্ক্রিপ্ট। নিজেদের ডেটিং অ্যাপ খুলে সেখানে আকর্ষণীয় তরুণীদের নিয়োগ করেছিল তারা। লক্ষ্য ছিল শহরের ধনী যুবকরা, যাঁদের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেলিং করে টাকা হাতানো সহজ। কখনও এটিএম কার্ড ছিনিয়ে নেওয়া, কখনও জোর করে অনলাইন ট্রান্সফার। পরিকল্পনা এতটাই নিখুঁত ছিল যে এত দিন তারা ধরা পড়েনি। তবে সেদিন রাতে সব কিছু ভেস্তে যায়। টাকার বিবাদে উত্তেজনা চরমে ওঠে। ধ্রুবের সপাটে চড়েই আদর্শের নাক ভেঙে যায়। প্রতিরোধ করায় মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবার তাঁকে শেষ করতেই হবে। অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে ঘটে যায় হত্যাকাণ্ড।

এরপর শুরু হয় পালানোর নাটক। মোবাইল, এটিএম কার্ড আর পার্স নিয়ে তারা ছুটে বেরোয়। উল্টোডাঙা থেকে ব্যারাকপুর, তারপর কৃষ্ণনগর, প্রতিটি জায়গায় আতঙ্কের ছায়া। রাতভর মদ্যপান, এটিএম থেকে টাকা তোলা, সিম কার্ড বদল। কিন্তু যতই পালাক, ভয় তাদের পিছু ছাড়েনি। তবে শেষ পর্যন্ত আদর্শের সিম কার্ড ব্যবহার হয়ে ওঠে সর্বনাশের কারণ। পুলিশের নজর এড়িয়ে পালানো সম্ভব হয়নি। সিগন্যালের সূত্র ধরে ধরা পড়ে যায় কমল ও ধ্রুব।

সোমবার আদালতে তোলা হলে সরকারি আইনজীবী জানান, ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও ব্যবহৃত সিম উদ্ধারের জন্য পুলিশি হেপাজত জরুরি।

‘সন্ত্রাস, ভয়, রক্ত, এটাই তৃণমূলের ভোট কৌশল’, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি ঘিরে
শাসক দলকে শমীকের আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত। এর মধ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বিস্ফোরক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি কোনো উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং নির্বাচন কমিশনকে চাপে ফেলতে তৃণমূলের তপুরনো দাদাগিরিদ।

শমীকের প্রশ্ন, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগে এত আপত্তি কেন?

তার যুক্তি, ‘বিএসকে ইউনিটে হাজার হাজার দলীয় ক্যাডার বসিয়ে কাটমানি,দুর্নীতির হিসেব রাখতে শাসকদলের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কমিশন স্বচ্ছতার জন্য কর্মী নিলে এত আতঙ্ক কেন? কারণ ভুয়ো ভোটার, ফেক ঠিকানা আর কারচুপি ধরা পড়ে যাবে, এটাই তৃণমূলের ভয়।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন, বুথ স্থাপনের জন্য প্রাইভেট কমপ্লেক্সে আপত্তি তোলার কারণও রাজনৈতিক। শমীকের দাবি, প্রাইভেট কমপ্লেক্সে সিসিটিভি ও নিরাপত্তা থাকে। তাই সন্ত্রাস ঢোকানো কঠিন। সেই কারণেই আপত্তির নাটক।

শাসকদলের অতীত আচরণের উদাহরণ টেনে তাঁর তোপ, যারা সরকারি স্কুলের শিক্ষককে মারতে পারে, বিরোধী কর্মীদের ভয় দেখিয়ে পঞ্চায়েতে শত শত বুথ দখল করতে পারে, তারা আজ নিরপেক্ষতার বুলি আওড়াচ্ছে! ‘বিশ্বাসযোগ্যতা’, ‘নিরপেক্ষতা’, এই শব্দগুলো তৃণমূলের মুখে মানায় না। শমীকের আরও অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির প্রকৃত লক্ষ্য একটাই, কমিশনের হাত বেঁধে দেওয়া, ভুয়ো ভোটার বাঁচানো এবং বুথ দখলের পথ খোলা রাখা।

বিজেপি সভাপতির বক্তব্যে তিনি ইঙ্গিত দেন, বাংলার মানুষ এখন এসব কৌশল বুঝে ফেলেছে। তাঁর কথায়, বাংলা ঠিক করেছে, সন্ত্রাস নয়, এবার চাই স্বচ্ছ গণতন্ত্র। রাজ্যে ভোটের আগে উত্তেজনার পারদ এমনিতেই চড়ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে শমীক ভট্টাচার্যের এই প্রকাশ্য আক্রমণ রাজনৈতিক মোকাবিলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার মাঝে প্রশ্ন, বিএলওদের দাবি নাকি তৃণমূলের ছক?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বলয়ে মঙ্গলবার কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। বিবাদী বাগ চত্বরে সকাল থেকেই উত্তেজনা। অতিরিক্ত কাজের চাপের প্রতিবাদে ‘বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি’র ১৩ জন সদস্য দফতরের ভিতরে অবস্থান চালিয়ে যাওয়ায় বাইরে ব্যারিকেড, টহল, নজরদারি, সবকিছুই আরও কড়া করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে এসআইআর কাজের চাপ নিয়ে ক্ষুব্ধ বুথ স্তরের আধিকারিকদের একাংশ সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানান। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না-থাকায় সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যাত হতেই বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়। অতিরিক্ত সিইওর সঙ্গে আলোচনাতেও সন্তুষ্ট না-হয়ে বিক্ষোভকারীরা সিইও-কক্ষের সামনে অবস্থানে অনড় থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে ডিসির (সেন্ট্রাল) নেতৃত্বে পুলিশ পৌঁছে তাঁদের সরিয়ে দেয়। কিন্তু এই পুরো ঘটনা পরম্পরা ঘিরে এখন প্রশাসনিক মহলে আরও বড় প্রশ্ন, বিএলওদের বিক্ষোভের আড়ালে কি শাসক দলের ‘গোপন চাপ-রাজনীতি’?

এসআইআরের চাপ, অসুস্থতা, মৃত্যু, এসব অভিযোগ বাস্তব হলেও হঠাৎ করে একের পর এক বিএলও সংগঠনদ, তাদের সমন্বিত মিছিল, স্লোগান, মঞ্চ, সবকিছুতেই রাজনৈতিক পরিকল্পনার ছাপ খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে সিইও দপ্তর পর্যন্ত ‘বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি’ এবং ‘বিএলও ঐক্যমঞ্চ’-এর মিছিল, ব্যানারে বিএলওদের দাবি থাকলেও ভিড়, সুর, ভাষা,সবই যেন রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত। আন্দোলনের নেতৃত্বে তৃণমূল ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতি, মিছিলের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা, সন্দেহকে আরও পুষ্ট করছে।

এক প্রশাসনিক কর্তার কড়া মন্তব্য, দাবি যেটুকু আছে, আন্দোলনের কমান্ডটা স্পষ্টতই রাজনৈতিক। এসআইআর নিয়ে প্রকৃত ক্ষোভের পাশাপাশি, একই সময়ে এই ধারাবাহিক মিছিল, বিক্ষোভ, অবস্থান অনেককেই ভাবাচ্ছে, এটা কি সত্যিই বুথস্তরের কর্মীদের আন্দোলন, নাকি শাসক দলের ছদ্মবেশে কমিশনের উপর চাপ বাড়ানোর সুপরিকল্পিত খেলা? রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তাই আজ মূল প্রশ্ন একটাই, বিএলওদের ক্ষোভনাকি রাজনৈতিক স্ক্রিপ্ট?

সোনালি বিবি ও পাঁচ পরিযায়ী
শ্রমিককে অবিলম্বে ভারতে ফেরানোর সুপ্রিম নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও আরও পাঁচ জন পরিযায়ী শ্রমিককে অবিলম্বে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেই দেশের শীর্ষ আদালতকে এমনই অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল। গত ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, একমাসের মধ্যে ছ’জনকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। কেন্দ্র এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায়। এদিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় তৃণমূল সরকার আদালত অবমাননার মামলা করে ফের হাইকোর্টে যায়।

এই মামলায় এবার শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ পরে খতিয়ে দেখা যাবে। এদিকে জন্মশংসাপত্র-সহ একাধিক নথি আদালতের সামনে এসেছে। তাতে মানবিক দিক বিবেচনায় অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের দেশে ফেরাতে হবে বলে স্পষ্ট জানায় শীর্ষ আদালত। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা শুনানি স্থগিত রাখার আবেদন করেন। এরই প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, তালিকায় মামলাটি থাকলেও কেন্দ্র শুনানি এড়াতে চাইছে। এর পরই আদালত স্পষ্ট জানায়, অবিলম্বে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে, পরে সব খতিয়ে দেখা যাবে।

শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যসভার সাংসদ ও পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শামিরুল ইসলাম এই প্রসঙ্গে জানান, কেন্দ্র গুরুতর প্রশ্নের মুখে মুখি হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রশ্নও তোলেন, কোনও যাচাই ছাড়াই কী ভাবে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও অন্যদের বাংলাদেশে পাঠানো হল তা নিয়ে। আদালত সূত্রে খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে আগামী সোমবার, ১ ডিসেম্বর।

ময়দান এলাকায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

জেলার ওয়ার রুমে ১৪ নেতাকে নামাল তৃণমূল
২৬ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর বিশেষ নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) পর্বে রাজ্যজুড়ে নাম বাদ পড়া, ফর্ম জমা নিয়ে বিভ্রান্তি এবং মাঠপর্যায়ের অভিযোগ, এই সব কিছুর মাঝেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলাস্তরে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংগঠনগত সমন্বয় এবং অভিযোগের দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য ২৬ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪ জন শীর্ষ নেতাকে বিভিন্ন জেলার ওয়ার রুমের দায়িত্বে পাঠানো হচ্ছে। দলীয় সূত্রে খবর, এসআইআরকে ভোটের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নয়, বরং সম্ভাব্য রাজনৈতিক ক্ষতি বা বিভ্রান্তি এড়ানোর ‘ড্যামেজ কন্ট্রোল’ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

গত কয়েক দিনে একাধিক জেলা থেকে যে হারে নাম কাটা যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে শাসক দলের মধ্যেই। বিরোধী দলও এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম ইস্যু করে তুলছে। সেই প্রেক্ষিতেই দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রত্যেক জেলায় এসআইআর পর্বের প্রতিটি ধাপের ওপর আলাদা করে নজরদারি দরকার।

কার দায়িত্ব কোন জেলায়

অরূপ বিশ্বাস-হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান

স্নেহাশিস চক্রবর্তী- হুগলি, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট

মানস ভুঁইয়া- বাঁকুড়া, পুরুলিয়া

মলয় ঘটক; পশ্চিম মেদিনীপুর

বেচারাম মান্না- পূর্ব মেদিনীপুর

সামিরুল ইসলাম- উত্তর দিনাজপুর, মালদহ

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়- দক্ষিণ দিনাজপুর

প্রদীপ মজুমদার- পশ্চিম বর্ধমান

দিলীপ মণ্ডল- কোচবিহার

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য- ঝাড়গ্রাম

সুজিত বসু- রানাঘাট, বনগাঁ, বসিরহাট

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়- মুর্শিদাবাদ

উদয়ন গুহ- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার

ফিরহাদ হাকিম- কলকাতা

দলীয় নির্দেশে পরিষ্কার জানানো হয়েছে ওয়ার রুমগুলির কাজ হবে

প্রতিটি ব্লক থেকে এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ সংগ্রহ

কোথায় কী গতিতে নাম কাটা হচ্ছে, তার দৈনিক পর্যালোচনা

বাড়ি-বাড়ি ফর্ম বিলি ও জমা করার প্রক্রিয়া ঠিকমতো হচ্ছে কি না

কোন এলাকায় অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার রিপোর্ট তৈরি

কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জেলাস্তরে সমন্বয় তৈরি

এক শীর্ষ নেতা বললেন, এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি যতটা বাড়ছে, তথ্য,নির্ভর রিপোর্ট ছাড়া দল অবস্থান নেবে না। মাঠের বাস্তব ছবি জানতে এই নজরদারি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা যদি সত্যিই বড় আকার নেয়, তা সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে আগামী নির্বাচনী সমীকরণে। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সরব। তাই দল চাইছে, যে কোনও অভিযোগ বা অনিয়মের সম্ভাবনা আগেভাগেই শনাক্ত করা হোক। যদিও একজন সিনিয়র পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, এটি শুধু দলীয় কর্মপ্রচেষ্টা নয়, এটি প্রশাসনিক ন্যারেটিভের নিয়ন্ত্রণের লড়াই। এসআইআর ঘিরে রাজ্যজুড়ে চাপানউতোর যখন বাড়ছে, তখন ওয়ার রুমভিত্তিক তদারকির এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করছে, তৃণমূল মাঠে নেমে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে।

বাবার মৃত্যুর পর পেনশন পাবেন না ডিভোর্সি মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাবার মৃত্যুর পর যদি ডিভোর্স হয়, সেক্ষেত্রে বাপেরবাড়ির পারিবারিক পেনশনের কোনও ভাগ পাবেন না মেয়ে। সোমবার একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে এমনই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল (ক্যাট)-এর নির্দেশ খারিজ করে দিয়ে এই রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিচারপতিরা জানান, বাবার মৃত্যুর সময় মেয়ে যদি তাঁর উপরে নির্ভরশীল হন, তা হলে তিনি বাবার পেনশন পেতেই পারেন। কিন্তু যদি বাবার মৃত্যুর সময় মেয়ে স্বামীর উপরে নির্ভরশীল থাকেন, তা হলে কোনও ভাবেই বাবার পেনশন মেয়ে পাবেন না। এমনকী, মেয়ে যদি বাবার মত্যুর পর বাপেরবাড়িতে ফিরেও আসেন, সেক্ষেত্রেও পেনশনের কোনও ভাগ পাওয়ার অধিকারী তিনি হবেন না।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার পেনশনের আবেদন খারিজ করে দিলেও বিবাহবিচ্ছিন্না এক মহিলাকে বাবার পেনশনের ভাগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ক্যাট। আদালত সূত্রে খবর, আবেদনকারী মহিলার বাবা ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।২০০৩ সালে মৃত্যু হয় তাঁর। সেই সময় বিবাহিত হলেও বাবার পেনশন দাবি করেছিলেন তিনি। এর পর ২০১৬ সালে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর আর্থিক সমস্যার কারণে ফের বাবার পেনশনের ভাগ চেয়ে আবেদন জানান তিনি। মহিলার আর্জি মেনে নিয়ে ক্যাট কেন্দ্রীয় সরকারকে ওই মহিলাকে পেনশন দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

ক্যাটের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের আইনজীবী আদালতে যুক্তি দেন, যেহেতু বাবার মৃত্যুর সময় ওই মহিলা বিবাহিতই ছিলেন এবং বাবার পেনশনের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন না। ফলে এখন তিনি আচমকা পেনশন দাবি করতে পারেন না। তিনি আরও দাবি করেন, শুধুমাত্র অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পরিবারে যাঁরা নির্ভরশীল, তাঁরাই পেনশনের ভাগ পাওয়ার অধিকারী। মহিলার আইনজীবীর আবার পালটা যুক্তি দেন, তাঁর মক্কেলের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন, ফলে মেয়ে হিসেবে বাবার পেনশন তিনি দাবি করতেই পারেন।

রায় দিতে গিয়ে পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট জানায়, বাবার মৃত্যুর সময় আবেদনকারী মহিলা বিবাহবিচ্ছিন্না ছিলেন না। এমনকী, ডিভোর্সের মামলাও সেই সময় দায়ের হয়নি। ফলে ওই মহিলা বাবার পেনশন পাওয়ার অধিকারী নন। ২০১৩ সালে একটি নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, বাবা-মা দু’জনের মৃত্যুর পর ডিভোর্স হলে মেয়ে পেনশনের ভাগ পাবেন না। ২০১৭ সালের একটি নির্দেশে ক্যাট জানায়, বাবা অথবা মা জীবিত থাকাকালীন যদি মেয়ের ডিভোর্স মামলা শুরু হয়, তা হলে মেয়ে পারিবারিক পেনশন পাবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়ের উপার্জন পেনশনের অঙ্কের থেকে কম হতে হবে।

সম্পাদকীয়

প্রকাশ্যে ছাব্বিশে মমতাকে ফেরানোর ডাক! এই পুলিশ কীভাবে নিরপেক্ষ হবে?

পুলিশকর্মীরা প্রকাশ্যে বলছেন, ছাব্বিশের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফেরাতে হবে! তারপরই আমাদের কাজ শেষ হবে!পুলিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোশিয়েশনের মঞ্চ থেকে পুলিশ কর্তা থেকে কর্মীদের এই ডাক ও তার ভিডিয়ো এখন ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে আপাতত সরগরম রাজ্য রাজনীতি প্রশ্ন উঠছে পুলিশ কর্মীরা কি এভাবে প্রকাশ্যে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা বলতে পারেন? হোক না সেটা পুলিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মঞ্চ। সেটাই বা হয় কী করে? যে সংস্থাটি চালান মূলত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীরা। যে সংস্থার ফান্ডিং করে রাজ্য সরকার। তারা কীভাবে প্রকাশ্যে এভাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে ওকালতি করেন? এর আইনগত দিক ছেড়ে দিন, নৈতিকতার দিক থেকে এটা কোনও ক্যাটাগরিতে পড়ে? এরপর এই পুলিশরা ভোটের ডিউটিতে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে, এটা বিশ্বাস করা যায়? বিরোধীরা যদি এই প্রশ্ন তোলেন, তাহলে সেটা কী খুব অন্যায় হবে? এই অভিযোগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দারস্থ হয়েছে বিজেপি। সোমবার দীঘায় পুলিশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তরফে মহিলা পুলিশকর্মীদের একটি সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশ থেকেই একাধিক পুলিশ কর্মী ২৬শের ভোটে মমতা ব্যানার্জিকে চতুর্থবার বাংলার মসনদে ফেরানোর ডাক দেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই সমাবেশের ভিডিও তুলে ধরে তীব্র প্রতিবাদ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য সরকারের সাহায্য ও অর্থানুকূল্যে চলা একটি সংগঠন কীভাবে প্রকাশ্যে একটি দলের হয়ে ওকালতি করতে পারে? এই অভিযোগ জানিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। কমিশনের কাছে তার দাবি আসন্ন নির্বাচনে কোড অফ কন্ডাক্ট ঘোষণা হয়ে গেলে এই পুলিশকর্মীদের যেন কোনও ভাবেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় না রাখা হয়। তাহলে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। যারা প্রকাশ্যে তৃণমূলকে ফেরাতে আয় তারা কোনও ভাবেই নিরপেক্ষ নয়। তারা কীভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় থাকতে পারে?

আজকের দিন

■ ১৯৪৯—ভারতের গণপরিষদ ভারতের সংবিধান গ্রহণ করে।

■ ১৯৪৯ — সংবিধান গ্রহণের স্মরণে এই দিনটি এখন ভারতেসংবিধান দিবস (সংবিধান দিবস) হিসেবে পালিত হয় ।

■ ২০০৮ — ২৬/১১ সালের সন্ত্রাসী হামলা মুম্বাইতে ঘটেছিল, যা এই তারিখে শুরু হয়েছিল এবং তিন দিন স্থায়ী হয়েছিল।

■ ২০০৮ — সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বার সদস্যরা শহরের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত স্থানকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, যার ফলে ১৬৬ জন পর্যন্ত নিহত হয়েছিল।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৯০ *বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯১১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্যাম লাহার জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অর্জুন রামপালের জন্মদিন।*

শীত এলে বইমেলা জেগে ওঠে, অথচ পাঠক শীতঘুমে, ফেসবুকের নেশা তার দুচোখে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

শীত পরশ পেতেই হরেক মেলার আয়োজন বার্তা হাতছানি দিয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে বইমেলার বিস্তারে তার পার্বণী উৎসবের ঘটা বইপ্রেমীদের মনে বসন্ত বয়ে আনে। অথচ পাঠক তার শীতঘুমে আচ্ছন্ন। আর তাতেই 'এখন আর কেউ বই পড়ে না' ধারণা যেন বৈধতা লাভ করে। সোস্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তে বই পড়ার অভ্যাসটাই যেন ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। সেখানে স্মার্ট ফোনের দৌলতে আঁধারেও পাঠকের চোখের পলক পড়ে না, রাতেও তার অবিরত অতৃপ্তির নেশায় বুঁদ হয়ে জেগে থাকার আয়োজন চলে। সেখানে বুকের কাছেই ফেসবুকের অবিরত হাতছানি । অথচ প্রতিবছর ২৩ এপ্রিলের বিশ্ব বই দিবস পালন করার রীতি চলে আসছে। এখন তাও ফেসবুকে জন্মদিন পালনের মতো বিশ্ব বই দিবসও স্মরণ করা হয় । বই পড়ার বিষয়টিই যেন সেকেলে আভিজাত্যে স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে উঠেছে। অথচ বিশ্ব বই দিবস পালনের মধ্যেও বাঙালির আভিজাত্য বোধ এই সেদিনও সমীহ আদায় করে নিত। বিশ্বের কিংবদন্তী সাহিত্যস্রষ্টা শেক্সপীয়ারের জন্ম (১৫৬৪) এবং মৃত্যুও (১৬১৬) হয়েছিল ২৩ এপ্রিল। সেখানে স্মরণে বরণীয় 'বিশ্ব বই দিবস' পালনে আলাদা মাত্রার ঐতিহ্য সংযোজিত হয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সর্বাধিক জনপ্রিয় শব্দের একটি হল 'বই'। শব্দের সঙ্গে অর্থের যেমন, শিক্ষার সঙ্গে বইয়ের তেমন হরগৌরীয় সুসম্পর্ক। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সহজতর মাধ্যম হল বইপড়া। আজও তার বিকল্প নেই। শুধু 'আধুনিকযুগেই নয়, প্রাচীনকালেও বইয়ের আভিজাত্যে টান পড়েনি। 'আমাদের শিক্ষা' গ্রন্থের 'বইপড়া' ('সবুজ পত্র', শ্রাবণ ১৩২৫) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরি ন্যায়দর্শনের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার' বাৎসায়নের কামসূত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার হাল আমলের বই পড়ার হদিস দিয়েছেন। আবার ইন্টারনেটের যুগে সস্তা জনপ্রিয় গণমাধ্যমের রঙিন হাতছানিকে উপেক্ষা করেও বইয়ের অপরিহার্যতার বিকল্পের যথার্থ সন্ধান এখনও মেলেনি। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-আঙ্গিকে বইয়ের বৈচিত্রময় উপস্থিতি শুধুমাত্র শিক্ষা দীক্ষায় সীমায়িত নয়, চলিষ্ণু জীবনের পাঠশালায় সর্বদাই তার প্রাণখোলা আনাগোনা। উপস্থাপিত বিদায়ের পরিধির আধিক্যে ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত নামকরণের প্রবণতায় বইয়ের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টা সহজসাধ্য নয়। তাই মুদ্রিত পৃষ্ঠার একসূত্রে আবদ্ধ অর্থে বইয়ের রকমারি ব্যবহার অর্থাৎ নোটবই থেকে চেকবই (একালের জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া ফেসবুকও) সবই দৈনন্দিন জীবনের ছকে বাঁধা বুলির নামান্তর।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় কালদর্পিত ভোগবাদী সমাজে ব্যস্ততম জীবনযাত্রার রকমারি রঙিনপত্র পত্রিকায় চাহিদা যোগানের ভারসাম্য বই ও অ-বইয়ের পার্থক্য নিরূপণ বাতুলতা মাত্র। ভক্তির পরকাষ্ঠায় যেমন ধর্মগ্রন্থাদি শালু কাপড়ে আবদ্ধ থাকে আবার আভিজাত্যের মোড়কে অথবা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সদিচ্ছায় তেমনই শো-কেসে বা আলমারিতে শোভাবর্ধন করে ধ্রুপদী সাহিত্য। নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তরঙ্গ বন্ধু, পথ প্রদর্শক, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার, মানসিক ক্ষুধার অমৃত আহার, জীবনযুদ্ধের ইতিহাস, আনন্দের খনি, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অনুসন্ধানকেন্দ্র, সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার ছক, অনুভূতির অমৃতের আশ্রয়স্থল ইত্যাদি যে নামেই বইকে বিভূষিত করি না কেন, তাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল' বাঁধানো অবস্থায় 'ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া' থাকা নীরব মহাশব্দের সঙ্গে লাইব্রেরিকে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ বই হল সমুদ্রের তলদেশের নীরব মহাশব্দের প্রশান্ত তরঙ্গবিশেষ।

আবার প্রমথ চৌধুরী পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লাইব্রেরিকে মানসিক হাসপাতাল বলে তাকে স্কুল কলেজের চেয়েও উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

যুগরুচির ও প্রযোজনের ভিত্তিতে লাইব্রেবিতে পাঠকের টান পড়াকে বই পড়া না-পড়ার বিষয়টির সঙ্গে বইয়ের প্রতি আমজনতার আকর্ষণহীনতার কারণও আলোচনায় উঠে আসে। সমাজের বহু মানুষ এখন অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান। অর্থনৈতিক দৈন্যে নিষ্পেষিত। তাই বিশ্ব বই দিবস শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ক্ষীণভাবে দায়সারা গোছের চর্চিত বিষয় হিসাবে আজও প্রতীয়মান হচ্ছে। বইমেলার বহর বাড়লেও মেলা বই পড়ার অবসর বেশিরভাগ কর্মব্যস্ত মানুষেরই মেলে না। তাই বইপ্রাণ মানুষের এই স্মরণীয় দিনটির আবেগের বেগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু 'উত্তরতিরিশ'- এর 'পড়া' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, বই যে আমাদের জীবনে এতবড় জায়গা জুড়ে আছে, তার কারণই তা আমাদের আনন্দ দেয় এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত করে, প্রতিদিনের জীবনকে সুন্দর করে, ভালো করে বাঁচতে শেখায়। ভালো করে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায় মাত্র। কিন্তু সেই উপায়টি আজও মানুষের সম্বল হয়ে উঠল না।

বর্তমানে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ করা যায়, বইপড়া কমলেও এখন আগের থেকে পত্রপত্রিকা বিশেষকরে খবরের কাগজ পড়ার বহর বেড়েই চলেছে। একেকজন খবরখাদকের এতই নেশা যে, একই দিনে একাধিক খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। ফলে তাঁদের বইয়ের পাতা উল্টালেই ঘুম এসে যায়। পত্রপত্রিকার কর্মকর্তারাও এই খবরখাদকের রসদের ভাঁড়ারটি বেশ উপাদেয় করে সাজিয়ে তোলেন। সেজন্য অধিকাংশ পত্রপত্রিকারই লক্ষ্যে থাকে পাঠক কোন খবরটা খাবে বেশি। সেই ধরনের খবরই ছাপা হয় সেই পত্রপত্রিকায়। অর্থাৎ অধিকাংশ খবরের কাগজের খবরে সামাজিক দায়ের চেয়ে বিক্রি ও বিজ্ঞাপনের দায়টাই বড় হয়ে উঠেছে। ফলে এখনকার খবরের চমকে চুমুক দিয়ে খবরখাদকের তৃষ্ণা যেমন বেড়ে চলে, তেমনই রসনা পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে হজমের যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। তারফলে মননের ক্ষুধা হয় মরে যায়, নয়তো গলাধঃকরণের পর হজম হয় না। এজন্য খবরখাদকদের বইপড়া আর হয়ে ওঠে না। একসময় হয়তো এমন হয়ে যাবে যখন বইও সেই খবরের চমকের বিষয় ও ভাষায় লেখা হবে। এখন তো বলা হচ্ছে, পাঠকের দিকে লক্ষ রেখে বই লিখতে হবে। এই কথাটিই অবইসুলভ। আজ পর্যন্ত কোনো ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠকের অভিরুচিকে লক্ষ করে লেখা হয়নি।

লেখক পাঠক চায়, তার মানে এই নয় যে পাঠকের মনের মতো করে লেখককে লিখতে হবে। লেখক তাঁর মনের তাগিদে লিখবেন এবং পাঠকের মনে সেই তাগিদের উপযোগিতা লেখার মাধ্যমে তুলে ধরবেন। আর তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পাঠকের মনের

খোরাকের চাহিদা মাফিক লিখতে গেলেই বইয়ের পসার হয়তো বাড়বে কিন্তু বইয়ের চিরন্তন সমাদর হারিয়ে যাবে। একসময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ দর্শকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচুর নাটক লিখে মঞ্চসফল হয়েছিলেন । সেই নাটকগুলি তাঁর মৃত্যুর পরেই বিস্মৃত হয়ে যায়। তাই অসুস্থ খবরখাদকের জীবনে বিশ্ব বই দিবসের কোনো প্রভাব পড়ে না। ভোগবাদী জীবনে খবরে কাগজ বা রঙিন পত্রপত্রিকা ভোগের সহায়ক, সেক্ষেত্রে বই তো ভোগের অন্তরায়। তার উপর ছাত্রজীবনে দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহের মতো বছর বছর গাদাগাদা নোট-বই পড়ার হ্যাপা পোয়ানো থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বইপড়ার স্বাদটাই হারিয়ে যায়। তাই এখন কেউ বই পড়ছে শুনলেই অনেকের মনে ছাত্রছাত্র ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ এখনও বইপড়া ছাত্রজীবনেই আটকে আছে। সে বন্ধন শিথিল হওয়ার চেয়ে এখন যেন আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কোকিলকে বলা হয় বসন্ত-সখা। তাহলে পাঠককে কী বই-সখা বলা যেতে পারে? পারে না। পাঠকের বৈচিত্র আছে, কোকিলের কুহুতে ভেদ নেই। ফলে পাঠক বই-সখা বা বই-সই হয়েও উঠেনি। আবার বই বৈষয়িক সম্পদও নয়। ফলে পাঠকের খাসতালুকে বই হয় অতিযত্নের সংরক্ষণে অকেজো হয়ে রয়েছে, নয় অবহেলার শিকার হয়ে ধূলায় মলিন হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্ব বই দিবসের আলোয় বই ও পাঠকের হরগৌরীসুলভ মিলনদৃশ্যটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। তারচেয়ে রঙিন গণমাধ্যমের আকর্ষণে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ছবিটা বেশ সমুজ্জ্বল। প্রমথ চৌধুরী শিল্প-সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের প্রতি খেদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও বলা যায়, শিল্প-সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের পাশাপাশি আশ্চর্যজনকভাবে বইপড়ায় গণতান্ত্রিকতা লক্ষ করা যায় না। যেভাবে অনেকের মধ্যে শিল্পী-সাহিত্যিক হওয়ার জোয়ার এসেছে, সেভাবে বইপ্রেমীর সংখ্যা বাড়েনি। অথচ বইয়ের সুস্থজীবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে অসুস্থ খবরখাদকদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাই বিশ্ব বই দিবসের 'আলো বইয়ের ঘরে পৌঁছাতে পারে না। যদি পারত, তাহলেই বুকের (Book-এরও) যথার্থ স্থান হতো বই-এ। তার বদলে একালে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের মতো আঙুলের ডোগায় ফেসবুকের সহজ,সুলভ ও চিত্তাকর্ষক বর্ণরঙিন আলোর হাতছানিতে বইয়ের পাঠকের ঠাঁই নেওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ! কেননা ফেসবুকের অবারিত দ্বার, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ও ছড়িয়ে দেওয়ার অনন্ত হাতছানি বইয়ের সচেতন পাঠককেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

নদীর বহতা রুদ্ধ আজিকে!

ড. গৌতম সরকার

'আমার শহরে শুকিয়ে যাচ্ছে জল,
আস্তে আস্তে লুকিয়ে যাচ্ছে জল
ফুরিয়ে আসছে স্নান করবার দিন
অন্য কোথাও চল...'

এ আক্ষেপ শুধু আমার শহরের নয়, এ হল বিশ্বের বহু শহরের বহু মানুষের বিষাদভেজা আর্তি। নদী, সমুদ্র, লেক, পুকুর, খাল-বিল-ডোবা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই গানের কথামত অন্য কোথাও গিয়েও নিস্তার নেই।

সুদূর অতীত থেকে মানুষের প্রধান বসতি গুলো গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। পানীয় জলের সরবরাহ, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুই মানবজীবনে নদীর গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃতিবিদদের মতে পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি হয়েছে নদীর গতিপথ অনুসারে। আজ সেই নদীর বড় বিপদ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অকাল বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আর মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, নাব্যতা হারিয়ে কোথাও দেখা যাচ্ছে অকাল বন্যা, আবার কোথাও দীর্ঘ খরা; কোথাও আবার একই ঋতুচক্রে বন্যা খরা দুইয়েরই প্রকোপে মানব জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। নদীগুলো শুকিয়ে গিয়ে নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই মানুষগুলো যাদের জীবন ও জীবিকা এই নদীর উপর নির্ভরশীল। কৃষি, জ্বালানি উৎপাদন, পণ্য পরিবহন রীতিমতো হুমকির মুখে পড়েছে। বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, একাধিক সমীক্ষা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনাচক্রের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষতির দিকটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও চেষ্টাই আমাদের চেতনার উপর বর্শার আঘাত হানতে পারেনি। সরকার থেকে শুরু সাধারণ মানুষ অদ্ভুত উদাসীনতায় ভোগসর্বস্ব জীবনে ডুবে আছে আগামীকাল ভয়ানক কি ঘটতে পারে তার কোনওরকম তোয়াক্কা না করে।

এই আশঙ্কা আরও জোরদার করে তুলেছে 'ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন'- এর প্রকাশিত ২০২৩ সালের রিপোর্ট, 'দ্য স্টেট অফ গ্লোবাল ওয়াটার রিসোর্সেস', যেখানে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালটা বিশ্বের প্রায় সমস্ত নদনদীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে শুখা গিয়েছে। রিপোর্টে পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে,

এক, গত ৩৩ বছরে পৃথিবীর সমস্ত নদনদীর ক্ষেত্রে ২০২৩ সাল ছিল শুষ্কতম বছর;

দুই, গত পঞ্চাশ বছরে গ্লেসিয়ারগুলি ভর সর্বাধিক কমেছে;

তিন, আবহাওয়ার পরিবর্তন 'হাইড্রোলজিক্যাল চক্র'কে অনিয়মিত করে তুলেছে;

চার, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;

এবং পাঁচ, বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিকে জলের ব্যবহার এবং জলসম্পদ সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করতে হবে

প্রকাশিত রিপোর্টে আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের সাথে এশিয়া মহাদেশের জন্যও ভয়ংকর বিপদবার্তা রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি উদ্বেগজনক। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশের একাংশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলোতে রিভার ডিসচার্জের পরিমাণ কমে গেছে। কারণ হিসেবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ২০২২ সালের 'লা নিনা' থেকে ২০২৩ সালের 'এল নিনো'তে আবহাওয়াগত পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রাকৃতিক জলবায়ু মানচিত্রের যথাক্রমে উষ্ণ ও শীতল পর্যায় হল এল নিনো আর লা নিনা। অর্থাৎ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে সমুদ্রের জলস্তরের অস্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি হল এল নিনো আর তাপমাত্রার অস্বাভাবিক হ্রাস হল লা নিনা। এই দুই আবহাওয়াগত চরম বৈপরীত্য পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে, যার একটি উদাহরণ হল নদীগুলোর শুকিয়ে যাওয়া।

পৃথিবীর ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত নদীগুলো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। 'ব্রাজিলিয়ান জিওলজিক্যাল সার্ভিস' জানিয়েছে আমাজন অববাহিকার নদীগুলির জলস্তর এতটাই নেমে গেছে যে নদীপথে পণ্য পরিবহন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বড় বড় কার্গো জাহাজগুলো কম পণ্য নিয়ে যাতায়াত করছে, ফলে পরিবহন খরচ বাড়ছে যা ব্যবসার ক্ষতি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র দাবদাহে শুকিয়ে যাচ্ছে কলোরাডো নদী, এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর চার কোটি মানুষের পানীয়, জলসেচ ও বিদ্যুৎ জোগান দেয় এই প্রাচীন নদী। একইভাবে বিরূপ প্রাকৃতিক কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে চিনের ইয়াংসি, জার্মানি আর নেদারল্যান্ডের রাইন, ইতালির পো, ফ্রান্সের লয়ার এবং হাঙ্গেরির দানিয়ুব। এই তালিকায় যোগ হবে বিশ্বের বেশ কিছু বিখ্যাত লেক, 'লেক পোপো' যেটি পশ্চিম-মধ্য হাঙ্গেরির গর্ব, 'আরাল সি' যেটি পৃথিবীর চতুর্থ দীর্ঘতম অন্তর্দেশীয় হ্রদ, আমেরিকার 'লেক মিড', পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকার 'লেক চাড', ইরানের 'লেক উর্মিয়া' এবং ইসরায়েল ও জর্ডনের মধ্যে অবস্থিত 'ডেড সি' যার আরেক নাম 'সল্ট সি'।

এই নদীগুলো যুগ যুগ ধরে মানব জাতির সেবা করে এসেছে, আজ সেই মানুষের বোধবুদ্ধিহীন এবং নির্লজ্জ চাহিদা পূরণের জন্য এদের মূল্য চুকোতে হচ্ছে। বহু চুক্তি, পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি কাগজে কলমে রয়ে গেছে। দেশের সরকার ও সাধারণ মানুষের সচেতন হওয়া দরকার, শুধু নিজেদের কথা না ভেবে আগামী প্রজন্মের জন্য জলসম্পদের সাস্টেনেবল ব্যবহারই পারবে পুরোপুরি ধ্বংস হওয়াকে বিলম্বিত করতে। চলুন সবাই প্রার্থনা করি

গানের শেষের পংক্তি মিথ্যে হয়ে যাক,

'আমার শহরে সাঁতার শিখতে চেয়ে
রাজধানী থেকে একলা এসেছে মেয়ে
এসে শুধু দেখে ধুধু কংক্রিট অঞ্চল
অন্য কোথাও চল।'

চর্চাবাসর ৪

~~কাহিনী~~ কাহিনি

সঠিক বানান কাহিনি। কারণ, কথাটি সংস্কৃত নয়। 'কথনিকা' থেকে বিবর্তিত তদ্ভব শব্দ। তাই 'ঈ'-কার নয়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১১ পয়সায় পুষ্টির খোঁজ!

পকেট থেকে পুষ্টিকর খাবার দিতে গিয়ে অসহায় অবস্থা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সরকারের নির্দেশ প্রতিদিন ডিম দিতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। বাজারে বর্তমানে এক একটি ডিমের দাম ৮টাকা। কিন্তু সরকারি ভাবে এক একটি ডিমের দাম বরাদ্দ সাড়ে ৬ টাকা। অর্থাৎ দেড় টাকা পকেট থেকে দিয়ে ডিম কিনে সেই ডিম পুষ্টিকর খাবার হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি আইসিডিএস সেন্টার গুলিতে দিতে হবে। ব্যাপারটা কি রকম হাস্যকর হয়ে উঠছে না? আর এই ঘটনা দেখে শুনেও যেন কিছু বুঝতে পারেন না প্রশাসনিক কর্তারা। আবার যদি কোন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিডিপিও বা সুপারভাইজারকে জানান, তখন তাদের উত্তর 'ম্যানেজ করে চালান।' এই অবস্থাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে পুরুলিয়া জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবস্থাটা হয়েছে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টিকর খাবার মিড ডে মিলে দেওয়া হয় ডিম। কিন্তু সরকারের বরাদ্দ অর্থের থেকে ডিমের দাম বেশি হওয়ার কারণে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পড়েছেন ব্যাপক অসুবিধাতে। জানা গেছে, বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছয় দিনের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। তিনদিন খিচুড়ি ও ডিম দেওয়া হয়। বাকি তিনদিন ভাত, আলু, সবজি ও ডিম সেদ্ধ দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের ছয় দিনেই গোটা ডিম দিতে হয়। বাচ্চাদের তিনদিন অর্ধেক এবং তিনদিন গোটা ডিম দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমান বাজার দরের তুলনায় সরকারের বরাদ্দ অত্যন্ত কম। তাঁদের একটি ডিমের জন্য সাড়ে ৬ টাকা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের সবজির জন্য ১১ পয়সা দেওয়া হয়। তাছাড়া জ্বালানি বাবদ যে টাকা দেওয়া হয় তাও অত্যন্ত কম। গত ১৫ বছর ধরে জ্বালানির জন্য বরাদ্দ অর্থ বাড়ানো হয় নি। শুধু তাই নয়, তিন মাসের বিল জমা দিলে এক মাসের টাকা পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সরকারের বরাদ্দ ওই ন্যূনতম টাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সিম্পল ব্যানার্জি, সীমা বাউড়ি, আরতি পরামাণিক, বন্দনা মণ্ডল নামে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বলছেন, 'সেন্টারে একদিন ডিম না দেওয়া হলেই তাদের হতে হচ্ছে হেনস্থার স্বীকার। অথচ বরাদ্দের থেকে বেশি টাকায় ডিম কিনে কিভাবে দেওয়া সম্ভব। কর্মীদের দাবি বিষয়টি সরকার দ্রুত বিবেচনা করে বরাদ্দ বেশি করুক নচেৎ বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার ইউনিয়ন পুরুলিয়া জেলা কমিটি আন্দোলনে নেমেছে। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ ব্লকের চেলিয়ামাতে অবস্থিত সিডিপিও অফিসে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের দায়িত্বে থাকা সিডিপিও গোলাম মেহেবুবকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'শীতের মরসুমে একটু অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। প্রতি বছর এই শীতের সময় ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ঠিক মত বিল দেওয়া হয় না। দু'তিন মাস পর বিল পাওয়া যায়। তাই সরকার দ্রুত এই সব সমস্যার সমাধান না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে হবে।'

কর্মরত অবস্থায় আচমকাই অসুস্থ মহিলা বিএলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কাজ করার সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহিলা বিএলও। আজ সকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এনুমারেশান ফর্ম সংগ্রহের সময় আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করায় তড়িঘড়ি ওই বিএলও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে হাজির হয়ে কেঁদে ভাসালেন তিনি। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের যাবতীয় দায় বিজেপির কাঁধে তুলে সমালোচনায় সরব হয়েছে। পাল্টা এই ঘটনার দায় তৃণমূলের বলে দাবি করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের চাপ ও হুমকির মুখে পড়েই বিএলওরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ঘটনা বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুর ২২৪ নম্বর বুথের। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের ২২৪ নম্বর বুথের নারায়নপুর গ্রামে বিএলও হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন আইসিডিএস সুপারভাইজার সবিতা সর্দার। ওই বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ১০৯৮ জন। কর্মসূত্রে নারায়ণপুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন ওই বিএলও। বাড়িতে রয়েছে তাঁর শিশু সন্তান। এলাকার মানুষকে সেভাবে তিনি চেনেন না। তাছাড়া পারিবারিক সমস্যা রয়েছে। এই কারনে এসআইআর-এর দায়িত্ব নেওয়ার সময়ই তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে দরবার করেছিলেন প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তরে এমনকি দিদিকে বলো ফোন নম্বরেও। কিন্তু কিছুতেই লাভ হয়নি। অচেনা এলাকায় ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এস আই আর এর প্রাথমিক কাজ হিসাবে এনুমারেশান ফর্ম বিতরণের কাজ শেষ করেছেন। এখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম সংগ্রহের পাশাপাশি চলছিল রাত জেগে সেই ফর্মের তথ্য নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে আপলোডের কাজ। ওই বিএলও-র দাবি অতিরিক্ত এই কাজের চাপে মঙ্গলবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম সংগ্রহের সময় আচমকাই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। অসুস্থ অবস্থায় দ্রুত তিনি কাজ ছেড়ে হাজির হন পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে কাজের চাপে দিশেহারা সবিতা সর্দার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। কমিশনের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি কী করে কাজ সম্পূর্ণ করবেন তা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তা ধরা পড়ে তাঁর গলায়।

এদিকে বিএলও অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর জানাজানি হতেই হাসপাতালে তাঁকে দেখতে হাজির হন তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত। তিনি এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় চাপিয়েছেন বিজেপির কাঁধে। তাঁর দাবি, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির কমিশনে পরিণত হয়েছে। বিজেপির নির্দেশেই ২ বছরের কাজ এক মাসে করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। অতিরিক্ত সেই কাজের চাপেই এভাবে বিএলওরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।' এই ঘটনায় পাল্টা তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে বিজেপির দাবি, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরুর থেকেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে সর্বত্র বিএলওদের চাপ ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলও'রা। এক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়ে থাকতে পারে।'

দুর্গাপুরের পর এবার বর্ধমানে ইডির অভিযান হবে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সাঁইথিয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বর্ধমানে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আসেন তিনি।

বর্ধমান উত্তর বিধানসভার পূর্ব বর্ধমান সদর ২ ব্লকের বড়শুলের চৈতপুরের বাসিন্দা বিজেপি নেতা তপন মাল সম্প্রতি দলীয় কর্মসূচির সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত নেতার পরিবারের পাশে সাহায্য নিয়ে পৌঁছান শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বর্ধমানে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে প্রয়াত তপন মাল-এর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দলের পক্ষ থেকে পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'দেশের মানুষের জন্য এসআইআর-এর প্রয়োজন। তাই বাংলাতেও এসআইআর কার্যকর হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'বর্ধমান জেলায় জেলাশাসক পুলিশ সুপার তৃণমূলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাই তৃণমূলের লোগো লাগানো এবং ঝাণ্ডার তলায় যে কোনও অনুষ্ঠানে

জেলাশাসক, পুলিশ সুপার চলে যাচ্ছেন। ডায়মন্ড হারবারে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চলছে তার টাকা বর্ধমানের তৃণমূল নেতা রাসবিহারী হালদারের সংস্থা। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইনকাম ট্যাক্স তাদের চিঠি পাঠিয়েছে। অনেক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসবে এবার। অবাধে বালির টাকা তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরে ইডি পৌঁছেছে। এবার পানাগড় পার করে আউশগ্রামের লালন থেকে শুরু করে রায়নার দাপুটে তৃণমূল নেতার কাছেও পৌঁছবে ইডি।' বর্ধমানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই ইঙ্গিত দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

উত্তরপাড়া পুরসভা চালাচ্ছেন প্রোমোটাররা, কাউন্সিলররা নন: মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভায় সিপিএমের ডেপুটেশন উপলক্ষে উত্তরপাড়ার জি টি রোডের ধারে গৌরী সিনেমা হলের সামনে একটি জনসভা করলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জী। উত্তরপাড়া পুরসভার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার দুপুরে সিপিএম-এর তরফে পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন সভা থেকে উত্তরপাড়া পুরসভাকে একরকম তুলোধোনা করতে দেখা যায় মীনাক্ষী মুখার্জীকে। সেই সঙ্গে তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়ে মীনাক্ষী বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় সবাই দেখলেন তো কি হল? কিছুই হল না। আসলরা ধরা পরলো না। বাংলায় জঙ্গল রাজ চলছে। উত্তরপাড়া পুরসভা চালাচ্ছে প্রোমোটাররা। এখন আর কাউন্সিলররা চালাচ্ছে না। সবেতেই চলছে তোলাবাজির টেন্ডার। কন্ট্রাকটরের তোলাবাজি। পুরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের ঠিকমতো ন্যায্য পয়সা দেওয়া হচ্ছে না। এখনকার দিনে ৩০০ টাকাতে কি হয়? রোজকার হিসেবে আপনারাই বলুন? তাঁদের আবার বিশেষ উৎসবে দিনগুলো ছুটি নেই। প্রয়োজনের তুলনায় লোক কম, তাই কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। উত্তরপাড়ার রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে। প্লাস্টিক বন্ধ করেনি। উত্তরপাড়ায় বাজারগুলোতে মহিলাদের জন্য কোন

শৌচালয় নেই। পুরসভার রাস্তা গুলোতে সিসি ক্যামেরা খারাপ হয়ে আছে।' তিনি আরও বলেন, 'রেললাইন পারাপার করার জন্য নেই কোনও সাবওয়ে। পুরসভা কেন রেলের সঙ্গে কথা বলে সাবওয়ে করছে না? একটাও খেলার মাঠ নেই সব প্রোমোটারদের দখলে। পুরসভাকে টাকা দিয়ে সবাই টিকিট কিনছে। উপযুক্ত লোকেরা টিকিট পায় না। সবেতেই সিন্ডিকেট ইতিমধ্যে সিপিএমের পক্ষ থেকে পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।' এই সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য আভাস গোস্বামী-সহ নেতৃবৃন্দ উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে মিছিল করে মীনাক্ষী মুখার্জী জিটি রোডের জনসভায় আসেন। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানান, 'একের পর এক উন্নয়ন হচ্ছে দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি।'

মাধ্যমিকের টেস্টে পাশ করতে না পেরে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও এবং মেন গেটের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাল ১০০'রও বেশি পরীক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দফায় দফায় দুপুর পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলে পুরাতন মালদা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি জে.কে. হাইস্কুলে। ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তদন্তে আসে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাচামারি জি.কে. হাইস্কুলে এবছর মোট ২৭৫ জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় বসেছিল। তাঁর মধ্যে ফেল করেছেন ১১৬ জন ছাত্রছাত্রী। অনুত্তীর্ণদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যায় বেশি। সোমবার বিকেলে এই রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে স্কুল খুলতেই দফায় দফায় অনুত্তীর্ণ পড়ুয়ারা কখনও প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে, আবার কখনও স্কুলের মেনগেটের ঝাঁপ বন্ধ করে বিক্ষোভে দেখায়।

এদিন বিক্ষোভকারী পড়ুয়া সৌভিক ঘোষ, নারায়ণ দাস বিপ্লব মণ্ডলদের বক্তব্য, 'আমাদের আশা ছিল ভালো নম্বর পেয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হব। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ১০০'রও বেশি পরীক্ষার্থীদের ফেল করানো হয়েছে। যদি ফেল করানোর থাকতো তাহলে নমব শ্রেণিতেই আটকে দিতে পারতো।' বাচামারি জি.কে. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনাওয়াজ হোসেন বলেন, 'ওইসব পরীক্ষার্থীদের অনৈতিক দাবি কোনভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। এখন মাধ্যমিক পরীক্ষা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি টেস্ট পরীক্ষায় বাজে রেজাল্ট হয়, তাহলে সেইসব পরীক্ষার্থীদের পাশ করানো সম্ভব নয়।'

ফের 'কাজের চাপে' অসুস্থ বিএলও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সিআইআর-এর জন্য এনামুরেশন ফর্ম বিলি থেকে ফর্ম তোলা স্বল্প সময় টানা কাজের চাপ। আর যার জেরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক মহিলা বিএলও। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন কালনা মহকুমা হসপিটালে। কালনা বড় মিত্রপাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষিকা পৃথা বর্মন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কালনার হিন্দু বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষিকা। কালনা শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ২২৬ নম্বর বুথের বিএলও তিনি। এদিন সোমবার সকালে নিজের বাড়িতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে তার বমি এবং পায়খানার উপসর্গ রয়েছে। সব নিয়েই তিনি কালনা হসপিটালে চিকিৎসাধীন। তিনি জানান, এসআইআর-এর কাজের জন্য কয়েক দিন ঠিক মতো সময় খাওয়া, ঘুম কিছুই হচ্ছিল না। আগে থেকেই তার শরীরও কিছুটা অসুস্থ রয়েছে। আর এই দুয়ের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু'বার তিনি জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছেন। তবে এই অবস্থায় কাজ কিভাবে শেষ করবেন সেই নিয়ে বেড়েছে আরও চিন্তা।

SBI

এএমসিসি চুঁচুড়া (৬২৯৮৯)
২য় তল এসবিআই খাদিনামোড় শাখা, খাদিনামোড়
পো - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০১
শাখার ইমেল আইডি - sbi.62989@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১) (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Cash Credit A/c. No. 30546811890

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **১৮.০৯.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স রাধিকা স্টোরস, স্বত্বাধিকারী - শ্রী শত্রুঘন প্রসাদ কেশরী, পিতা যমুনা প্রসাদ কেশরী, ঠিকানা - চন্দ্রহাটি, মধুসূদনপুর, থানা মগরা, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৫০৪ জামিনদাতা - শ্রী ভারতজী কেশরী, পিতা যমুনা প্রসাদ কেশরী, বাণীপুর, ত্রিবেণী, হুগলি, পিন - ৭১২৫০৩** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫০,০৫,০১৬.৯৮ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পাঁচ হাজার ষোলো টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) ১৭.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি - চুঁচুড়া শাখার** নিকট বকেয়া **৫০,০৫,০১৬.৯৮ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পাঁচ হাজার ষোলো টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) ১৭.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ এরিয়া মৌজা : রেফাইতপুর, জেএল নং ২৯, হাউস নং জেএল নং ২৯, এলআর দাগ নং ৪১/২৫১, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৯, এরিয়া : ২.০০ কাঠা, **স্বত্ব দলিল নং : ১/৫৫৮১/২০১৬,** রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ : ২৪ মার্চ ১৬।
সম্পত্তি শত্রুঘ্ন প্রসাদ কেশরী এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিক্রম বসাক এর ভবন। দক্ষিণে : পঞ্চায়েত রোড; পূর্বে : ভোলানাথ এবং শঙ্কর কেশরী এর ভবন; পশ্চিমে : সাবিত্রী মজুমদারের ভবন।
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাপ মৌজা : রেফাইতপুর, জে এল নং ২৯, এল দাগ নং ৪৩/২৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৮, এরিয়া : ৪ ডেসিমেল (২.৪২ কাঠা)। **স্বত্ব দলিল নং ১/২৬০৩/২০০৬,** রেজিস্ট্রির তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর ০৬।
সম্পত্তি **ভারতজি কেশরী** পিতা যমুনা প্রসাদ কেশরী এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শৈলেন বিশ্বাসের ভবন; দক্ষিণে : যমুনা প্রসাদ কেশরী এর ভবন এবং সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : পান্নালাল শাউ এর জমি; পশ্চিমে : জীবন মজুমদার এর ভবন।

তারিখ - ২১.১১.২০২৫, স্থান - চুঁচুড়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শুভেন্দুর পালটা তৃণমূলের জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত কয়েকদিন আগেই যে মাঠে জনসভা করে গিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই জনসভা থেকে তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক-সহ নেতাদের নাম উল্লেখ করে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বক্তব্য রেখেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভার পাল্টা সভা করে জবাব তৃণমূলের। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মেমারির পাল্লা উদয় সংঘ মাঠে অনুষ্ঠিত হল জনসভা। মেমারি এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়-সহ জেলা ও রাজ্য স্তরের নেতৃত্ব এদিন উপস্থিত ছিলেন। জনসভায় প্রধান বক্তা রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সম্প্রতি এই মাঠেই জনসভা করে গিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা মঞ্চ থেকে জেলার বিভিন্ন বিধায়ক-সহ তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের নাম উল্লেখ করে নানা মন্তব্য করেছেন। এছাড়াও এসআইআর-এর পক্ষে বক্তব্য রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে বিজেপি নেতৃত্ব বলে অভিযোগ। সেই সমস্ত বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিতে মঙ্গলবার সভা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক হাজির হন উদয় সংঘ মাঠে । মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ শর্মিলা সরকার, জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়ক ও জেলা তৃণমূলের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন এদিন। গত কয়েকদিন আগে বর্ধমানে এসে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, 'বর্ধমান জেলার তৃণমূল নেতা রাসবিহারী হালদারকে নাকি ইডি চিঠি পাঠিয়েছে।' তার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আড়ালে নানান দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। তার জবাবে রাসবিহারী হালদার বলেন, 'বিরোধী দলনেতা অনেক কিছুই অভিযোগ করেন। কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হবে না। আমার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে। অতএব শুভেন্দু অধিকারী কি হুঁশিয়ারি দিল তাতে কিছু যায় আসে না। বর্ধমানের ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের জন্য আমি একটি খেলার আয়োজন করেছি। সেই আয়োজন দেখেই ঈর্ষান্বিত হয়ে শুভেন্দু অধিকারী ভুলভাল মন্তব্য করছেন।'

বকেয়া জল-জীবন মিশন প্রকল্পের টাকা

বালুরঘাটে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি ঠিকাদারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবার কাজ করে টাকা মেলেনি ঠিকাদারদের বলেই অভিযোগ। বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে দাবি তাঁদের। বকেয়া মেটানোর দাবিতে বৈঠক করলেন বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থাগুলি। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাট স্টেডিয়ামে আলোচনায় বসেন ঠিকাদার সংস্থার সদস্যরা। প্রায় ৮৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বকেয়া টাকা না মেটানো পর্যন্ত এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা-সহ অন্যান্য প্রকল্পে কাজের টাকা মিলছে না ঠিকাদারদের। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে তাঁদের পাওনা টাকা বকেয়া রয়ে গেছে। তাই নিজেদের বকেয়া পাওনা মেটানোর দাবিতে সরব হয়েছেন ঠিকাদাররা। বকেয়া মেটানো না হলে আগামী দিনে এই প্রকল্পের কাজ আর করবেন না বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ঠিকাদার সংস্থাগুলি। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর পিএইচই সিভিল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রতন কুমার হালদার জানান, 'গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একই সমস্যা। আমরা লোন নিয়ে, সোনা বন্ধক রেখে, জমি-জায়গা বন্ধক রেখে এই প্রকল্পের কাজ করেছি। এক বছর ধরে জল জীবন মিশন প্রকল্পে আমাদের বকেয়া পাওনা পায়নি। তার সাথে অন্যান্য কাজেরও টাকা বকেয়া রয়েছে। আমাদের হিসেব অনুসারে আমাদের পাওনা বকেয়ার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকারও বেশি। এখন পেমেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের পক্ষে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল

১০০ শয্যা বিশিষ্ট অতিরিক্ত ওয়ার্ডের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অতিরিক্ত ওয়ার্ডের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এসডিও (কালনা) অহিংসা জৈন, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিডিও, নাদন ঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। মঙ্গলবার থেকে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ওয়ার্ড চালু হয়। হাসপাতালের সৌন্দর্যায়নের জন্য নাদনঘাট থানার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে একটি ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে। হাসপাতালে ফুলের এই বাগান তৈরিতে নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ সহ সমস্ত অফিসাররাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। সকলের সহযোগিতায় হাসপাতাল চত্বরে একটি মনোরম বাগান তৈরি হয়েছে। সিসিটিভি লাগানো-সহ পাবলিক হেল্‌থ ইউনিট চালু হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এই হাসপাতাল সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিসেবায় উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করবে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ প্রথমেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানান। তিনি বলেন, 'ধীরে ধীরে হাসপাতালে ডাক্তার, নার্সের সংখ্যা বাড়বে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার সমস্ত কিছুই এখানে পাওয়া যাবে।'

শীতের সকালে চা খেলেই গাছের চারা!

পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে গুসকরায় উদ্যোগ চা বিক্রেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: শীতের সকালে চা ছাড়া বাঙালির দিন শুরু হয় না বললেই চলে। আর সেই চায়ের সঙ্গে যদি উপহার হিসেবে মেলে গাছের চারা, তবে বিষয়টি নিঃসন্দেহে সকলের মন কাড়ে। এমনই এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগে নজর কেড়েছেন গুসকরা বাস স্ট্যান্ডের চায়ের দোকানদার পাঞ্জাব শেখ। পরিবারে স্ত্রী ও এক মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। সারাদিন চায়ের দোকান চালিয়ে যেটুকু রোজগার হয়, তা দিয়ে সংসার ঠিকঠাক চালানোই কঠিন। তবুও সমাজের জন্য এমন মানবিক ও পরিবেশবান্ধব কাজ করে চলেছেন তিনি দিনের পর দিন। এর পিছনে আছে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এবং বন্ধু-আত্মীয়-পরিজনদের অকুণ্ঠ সমর্থন। পাঞ্জাব শেখের দোকানে চা

খেলেই বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে আম, জাম, কাঠাল, বেল, আমলকি, নিম ও শাল-সহ বিভিন্ন ফলদ ও ওষধিগাছের চারা। পরিবেশ রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতেই তিনি এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। সারা বছরই সামাজিক কাজকর্মে যুক্ত থাকেন পাঞ্জাব শেখ। দুর্গাপুজোর সময় চা খেলেই তিনি ক্রেতাদের শাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। এবার শীতের মৌসুমে চায়ের সঙ্গে দিচ্ছেন গাছের চারা। তাঁর কথায়, 'আমরা সবাই নিজের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের আগামী প্রজন্ম যে ভয়ংকর ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারে, তা আমরা বুঝতে পারছি। প্রতিদিন একটু একটু করে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে। গরম বাড়ছে, বর্ষায় জল কমছে, খাবার জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে গাছ লাগানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।' তিনি আরও জানান, সমাজের প্রত্যেক মানুষ যদি একটু সচেতন হন এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করেন, তাহলে আগামী প্রজন্মও সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবে। তাঁর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের প্রশংসা অর্জন করেছে।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার ২ এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ,
৩য় তল, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া,
পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেইল sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া
১.	**ক) শ্রী অচিন কুমার গুহ পিতা প্রয়াত অজয় কুমার গুহ খ) শ্রীমতি ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি স্বামী শ্রী অচিন কুমার গুহ গ) শ্রীমতি চন্দ্রিমা গুহ পিতা প্রায়াত অজয় কুমার গুহ সকলের ঠিকানা :** সারদা অ্যাপার্টমেন্ট ৪র্থতল, মালিকতলা পো নবাবগঞ্জ, থানা : নোয়াপাড়া, পিন : ৭৪৩১৪৪ **আরও বসবাসের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১সি, ২য়তল, ম্যাঙ্গোলিয়া স্পোর্টস সিটি, জাফরপুর, জেএল নং ১০৯, (পূর্বতন জেএল নং ০৯), পোস্ট অফিস এবং থানা : টিটাগড়, কলকাতা -৭০০১২২। **হোম লোন এ/সি নং ৩৮১০০১২২০৮২। সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৩৮১০০১৭০৮৩০। শাখা : বেলিয়াঘাটা (০১৭৯৮)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট ন ১সি, ২য়তলে, পরিমাপ কার্পেট এরিয়া **৪৯৯** বর্গফুট কমবেশি বিক্রয়যোগ্য **৭৯৬** বর্গফুট কমবেশি ব্লক নং ৫, বসবাসের হাউসিং কমপ্লেক্স/প্রোজেক্ট নাম **"ম্যাঙ্গোলিয়া স্পোর্টস সিটি"**, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ জমির চাতালের ভবনের যেখানে ফ্ল্যাট নির্মিত অবস্থিত অংশ তপশিল সম্পত্তির সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সহ ভবন/প্রোজেক্ট/তপশিল সম্পত্তির আরও সম্পূর্ণ বিবরণ প্রথম তপশিলে উক্ত। ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমির পরিমাপ ২৭.৫ বিঘা, কমবেশি সমপরিমাপ ৯০৯ ডেসিমেল কমবেশি বর্তমানে রিয়েল এস্টেট আইন ২০১৬ অধীন এবং তৎসহ পঠিত পশ্চিমবঙ্গ রিয়েল এস্টেট (রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) রুলস ২০২১, আরএস দাগ নং ৬০২, ৬০৬, ৬০৭, ৬২৩, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫ এবং ৭৮৬, এলআর দাগ নং ১৫০৭, ১৫০৮, ১৫০৯, ১৫১০, ১৫১১, ১৫১২, ১৫২৮, ১৫৪৫, ১৫৪৬, ১৫৫০, ১৫৫১, ১৫৬০, ১৫৬১, ১৫৬৩, ১৫৬৪, ১৫৬৫, ১৫৬৬, ১৫৮১, ১৫৮২, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৫৮৫, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৪৬১২ এবং ৪৬১৩ (পূর্বতন নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৩৫২৬), মৌজা : জাফরপুর, জেএল নং ১০৯ (পূর্বতন জেএল নং ০৯), পোস্টঅফিস এবং থানা : টিটাগড়, কলকাতা -৭০০১২২, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৮৬৩৪১ থেকে ১৮৬৩৮৭, দলিল নং ১৯০৩০৪৯৮৬-২০২৩ সালের।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১১.১১.২০২৫** **এনপিএ তারিখ ০৮.১১.২০২৫**	**হোম লোন এ/সি নং ৩৮১০০১২২০৮২ সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৮১০০১৭০৮৩০ ৬,৭২,৯৫৯.৯৯ টাকা** (ছয় লাখ বাহাত্তর হাজার নশো উনষাট টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) **১১.১১.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

সম্পত্তি শ্রী অচিন কুমার গুহ পিতা প্রয়াত অজয় কুমার গুহ এবং শ্রীমতি ইন্দ্রাণী ব্যানার্জি স্বামী শ্রী অচিন কুমার গুহ এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মৌজা বাবানপুর, **দক্ষিণে :** অন্যান্য দাগ, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৭৮৩, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৬০১।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৬.১১.২০২৫
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংরেজবাজারে তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আমবাগান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল তৃণমূল কর্মীর মৃতদেহ। মঙ্গলবার সাতসকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কাটাগড় সংলগ্ন এলাকায়। ওই এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারের আমবাগান থেকেই পুলিশ ওই তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার করে। যদিও মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি কালিয়াচক থানা সুলতানগঞ্জে। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁদের বাড়ির ছেলেকে মাথায় গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিষ্কারভাবে হাতে না এলে গুলি করে খুনের কথা বলা সম্ভব নয়। তবে মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করে ওই তৃণমূল কর্মীকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ মোটরবাইক নিয়ে কাজে বেরিয়ে যান ওই তৃণমূল কর্মী। রাতভর নিখোঁজ থাকার পরেই এদিন সকালে তাঁর মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃতের স্ত্রী তানজিলা খাতুন কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এদিকে মোথাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত কালিয়াচকের বাসিন্দা মৃত ওই কয়লা ব্যবসায়ীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম ওবায়দুল্লাহ খান (৩২)। তাঁর বাড়ি মোথাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত কালিয়াচক থানার সুলতানগঞ্জ এলাকার চামাফুলুর বাথান এলাকায়। পরিবারে তার বৃদ্ধ বাবা, মা, স্ত্রী সানজিলা খাতুন এবং দুই ছেলে আট বছরের আসিফ খান এবং ছয় বছরের আতিফ খান রয়েছে। তৃণমূল দল করার পাশাপাশি এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন ওবায়দুল্লাহ। মূলত তিনি কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জেলার বিভিন্ন ইটভাটাগুলিতেই কয়লা সরবরাহ করতেন। মৃতের এক ভাই আমির খান বলেন, 'সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ দাদার ফোন এসেছিল। এরপর সে মোটর বাইক নিয়ে ব্যবসার কাজে বেরিয়ে যায়। রাত দশটা থেকে দাদাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। বৌদি অনেকবার ফোন করে। কিন্তু বারবার মোবাইলে সুইচ অফ বলছিল। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও দাদার সন্ধান পাইনি। এরপর ওইদিন গভীর রাতে কালিয়াচক থানায় দাদা নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করি। কিন্তু সকাল হতেই পুলিশ মারফত আমরা খবর পাই, ইংরেজবাজারের কাটাগড় এলাকার একটি আমবাগান থেকেই দাদার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে পারি দাদাকে মাথায় গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। ব্যবসার সুবাদে দাদা অনেকের কাছে মোটা টাকা পেত। আমাদের ধারণা সেই লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দাদাকে মাথায় গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা।' মৃতের স্ত্রী তানজিলা খাতুন বলেন, 'আমার স্বামী কোনও ঝামেলায় থাকত না। নিজের মতোন ব্যবসা করতো। তৃণমূল দলটাকে ভালবাসে। মাঝেমধ্যে দলীয় কিছু কর্মসূচিতেও যেত। তবে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই ওকে খুন করা হয়েছে।' রাজ্যের মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'ওবায়দুল্লাহকে আমি ভালোভাবে চিনি। ও তৃণমূলের একজন সাধারণ কর্মী হলেও অত্যন্ত ভালো ছেলে। গ্রামের মানুষের কাছে ওর সম্পর্কে প্রশংসাই শুনেছি। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক রং নেই। এই ঘটনায় যারা যুক্ত রয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

অরিজিৎ সিংয়ের আমন্ত্রণে জিয়াগঞ্জে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের আমন্ত্রণে মুর্শিদাবাদে এলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এদিন নির্ধারিত সূচির বাইরে স্কুল শিক্ষিকা আমন্ত্রণে জিয়াগঞ্জের এক স্কুলে যান। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। এক বৃদ্ধাকে একটি চাদরও দেন রাজ্যপাল। তবে অরিজিৎ সিংয়ের অনুষ্ঠানে কোনও সাংবাদিককেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রাজ্যপাল নিজেও সাংবাদিকদের কিছু বলেন নি।

মঙ্গলবার হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে নামেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেখানে তাঁকে জেলা প্রশাসনের তরফে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর বহরমপুর সার্কিট হাউসে রাজ্যপালকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। তারপর রাজ্যপাল জিয়াগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিং মহাবীর জৈন মিউনিসিপ্যাল হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অরিজিতের মিউজিক উন্ড্য থিয়েটারের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হন রাজ্যপাল। সাংবাদিকদের ভিতরে ঢোকার কোনও অনুমতি ছিল না। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সেখানে সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে ছবি তোলেন রাজ্যপাল। তবে এদিন রাজ্যপাল নির্ধারিত কর্মসূচির বাইরে গিয়ে আর একটি আমন্ত্রণে সাড়া দেন। নদিয়া থেকে ট্রেন সফরে জিয়াগঞ্জ এসএন হাই স্কুলের শিক্ষিকা চন্দ্রানী হালদারের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয় পর্বে তিনি তাঁর স্কুলে রাজ্যপালকে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। চন্দ্রানী দেবী নিজেও জানতেন না রাজ্যপাল সি ভি আমন্ত্রণে সাড়া দেবেন। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সেই আমন্ত্রণে সাড়া দেন। জিয়াগঞ্জে নির্ধারিত কর্মসূচি সেরে এস এন গার্লস হাই স্কুলে আসেন তিনি। রাজ্যপালকে উষ্ণ অভ্যর্থনা বরণ করে নেওয়া হয়। সেখানে স্কুল উন্নতি প্রকল্পে দুই লক্ষ টাকার সাহায্যের কথা দেন। চন্দ্রানী হালদার বলেন, 'স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খুব স্বল্প সময়ে আয়োজন করা হয়। উনি খুব খুশি। আমরা ভাবতে পারিনি রাজ্যপাল আমাদের স্কুলে আসবেন।'

খানাকুলে স্লুইস গেট বেহাল, সমস্যায় কয়েক হাজার চাষি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আসলে 'কেউ কথা রাখেনি'। চিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা আজও পূরণ হয়নি। চাহিরা বার বার আবেদন করার পরেও খানাকুল ২ নম্বর ব্লকের পলাশপাই ১ নম্বর অঞ্চলের ভুদোর খালের স্লুইস গেট ভেঙে পড়ে রয়েছে।প্রায় ২৫ বছর ধরে বেহাল রয়েছে। আর এই জন্য জমির জল নিকাশির সমস্যায় ভুগছেন কয়েক হাজার চাষি। বাম আমলেও কেউ কথা রাখেনি। আর তৃণমূলের আমলেও কেউ কথা রাখেনি। তবে বর্তমানে ওই পঞ্চায়েতে ও পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে। কিন্তু রাজ্যে ও জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে। এই রাজনৈতিক টানা পোড়েনে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হীর গতিতে হচ্ছে খানাকুল ২ নম্বর ব্লকে। বিজেপি ওই এলাকায় ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও কোনও উন্নয়ন কাজ করতে পারছে না শাসক দল তৃণমূলের জন্য বলে অভিযোগ। আর এই জন্য আজও কয়েক হাজার কৃষককে ফল ভুগতে হচ্ছে। জানা গেছে, তৎকালিন জমিদার ভূদেব চন্দ্র মল্লিক ওই সময় কৃষকদের কথা ভেবে ভূদোর খাল খনন করেন। এই খাল কেটে চাষিদের বোরো জল পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবসহার করে চাষিদের স্বার্থে জল নিয়ন্ত্রণ ও জমির জল নিকাশির জন্য স্লুইস গেট বসায় সরকার। কেননা ওই এলাকা বন্যা প্রবন। মূলত শীতের সময় সবজি ফসল ও বোরো ধান রোপন চাষিদের প্রধান জীবিকা। কিন্তু স্লুইস গেট ভাঙা থাকায় প্রতি বছর কৃষকদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই জন্য প্রতি বছর চাষিদের মাটির বস্তা জড়ো করে এই গেট-এর হানা বাঁধতে হয়। তারাউন এলাকায় অবস্থিত এই হানা বাঁধলে মাগরি, চাঁপানগরী, বোয়ালিয়া এলাকার কৃষকেরা তবেই চাষযোগ্য জমিতে ফসল পাবে। তা না হলে মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল জমিকে বারে বারে ভাসিয়ে ফসল নষ্ট করে দেবে। নদীতে বোরো ধানের জন্য জল ছাড়লেই ওই ভাঙা স্লুইস গেট দিয়ে নদীর জল কয়েক হাজার জমিকে প্লাবিত করবে। এই বিষয়ে ওই এলাকার এক কৃষক রমাপদ জানা বলেন, 'এটা বহু বছরের সমস্যা। বাম আমল থেকে এই অবস্থা হয়ে পড়ে আছে। নতুন করে স্লুইস গেট তৈরি না করা হলে চাষীদের সমস্যা আরও বাড়বে। নদীর জল জমিতে প্রবেশ করে ফসলের ক্ষতি করছে।' অপরদিকে, হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য কালীপদ অধিকারী বলেন,'বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। চাষি ভাইয়েদের সঙ্গে কথা হয়। প্রশাসনকে জানাবো,যাতে দ্রুত স্লুইস গেট তৈরি হয়।' অপরদিকে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও এম ডি জাকারিয়া বলেন,'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি সমস্যার সমাধান হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।'

বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের শিল্পনগরীর অন্যতম স্থপতি, প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন শতবর্ষ জন্মদিবসকে ঘিরে মঙ্গলবার দুপুর ১টায় আনন্দ গোপাল মুখার্জী মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে এদিন আয়োজন করা হয় একটি বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালির, যা ভিড়িঙ্গী আনন্দ শিশু উদ্যান থেকে যাত্রা শুরু করে সিটি সেন্টার, ভগৎ সিং মোড়, স্টিল মার্কেট পাঁচ মাথা মোড় পরিক্রমা করে পুনরায় শিশু উদ্যানে ফিরে আসে। শহরের নানা প্রান্ত থেকে শতাধিক বাইক আরোহীর অংশগ্রহণে র‍্যালিটি যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল দুর্গাপুরের ভিত্তি, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছিলেন এক দূরদর্শী নেতা।

বিচারকের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ, পেন ডাউন ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বিপাকে পড়তে চলেছেন বিচার পেতে আসা সাধারণ মানুষ। কারণ, পেন ডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান সদর শাখা। মঙ্গলবার থেকে পেন ডাউন শুরু করেন তাঁরা। সোমবার এই সংগঠনের সদস্যরা সভা করে পেন ডাউন করার সিদ্ধান্ত নেন। বর্ধমান আদালতের সিজেএমের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, সিজেএমের জন্য বিচারপ্রার্থী এবং ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বেশির ভাগ দিনই রাত ৮টা পর্যন্ত সিজেএম আদালতে পুলিশ ফাইলের কেসের শুনানি হচ্ছে। এর ফলে বড় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিচারপ্রার্থীদের বাড়ি ফিরতে। অত রাতে তাঁরা যানবাহনের সমস্যার কারণে বাড়ি ফিরতে পারছেন না। জামিন পাওয়ার পরও রাত হয়ে যাওয়ায় নথিপত্র সংশোধনাগারে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জামিন পেলেও সেই দিনেই মুক্তি মিলছে না। এতে বিচারপ্রার্থীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলেও দাবি তাঁদের। একই সঙ্গে বিচারক নানা রকম হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ তাঁদের। এই সমস্যার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত পেন ডাউন চালিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমান সদর শাখার সম্পাদক প্রণয় মিত্র জানিয়েছেন, তাঁদের এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি বর্ধমান জেলা জজকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের আইন সচেতন করলেন বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের খাড়বান্ধি এস.সি হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে আইন সচেতন করলেন বিচারক। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাল্য বিবাহ, পকসো, ড্রাগ-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন সচেতন করেন সচিব তথা বিচারক রিহা ত্রিবেদী। বিনামূল্যে নানান পরিষেবা সম্বন্ধে অবগত করেন অফিস মাস্টার সুব্রত বারিক। সাইবার ক্রাইম ও ট্রাফিক আইন সমন্ধে সচেতন করেন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নীলু মণ্ডল। ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ব্লকের অধিকার মিত্র রীতা দাস দত্ত বলেন, 'ছাত্রছাত্রী-সহ ওদের পরিবারের যেকোনও আইনি সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।' স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চঞ্চল পাল বলেন, 'এরকম শিবিরের মধ্য দিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ আমাদের সমাজ আইনি সচেতন হোক, অপরাধবিহীন সুস্থ সমাজ গড়ে উঠুক।' শিবিরে ২০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা-সহ জেলা পরিষদের সদস্যা পুষ্প নায়েক ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সীতা সরেন উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপীয়র সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০৭১

AXIS BANK

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
১. **মেসার্স জয়ন্ত কুমার ঘোষ,** ১১৯/৩, এম এন কে রোড, (একতলা) বরাহনগর, কলকাতা, বরাহনগর, ভারত, পিন : ৭০০০৩৬, **আরও ঠিকানা :** লোয়ার হাফলং, জেলা : এন সি হিলস, অসম, পিন : ৭৮৮৮১৯। ২. **শ্রী জয়ন্ত কুমার ঘোষ (স্বত্বা:)** পিতা প্রয়াত বলরাম ঘোষ, ৩. **শ্রী সুব্রত ঘোষ, উভয়ের বসবাসের ঠিকানা :** ১১৯/৩, মহারাজা নন্দকুমার রোড, দক্ষিণ ৮ বরাহনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৩৬।	ক) ৩,৮৪,২৭,৩৮২.৮০ টাকা (তিন কোটি চুরাশি লাখ সাতাশ হাজার তিনশ বিরাশি টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৭০৫৮, ২৯.০৩.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৮.০২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) বকেয়া খ) ১২.০৮.২০২৫ গ) ২৪.১১.২০২৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ বর্গফুট দোকান ঘর পরিমাপ আনুমানিক ১৯৫ বর্গফুট কমবেশি নির্মাণ এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৩১৫ বর্গফুট অবস্থিত জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা কাশীপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১, ডিভি নং ১, সাব ডিভি নং ২, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, , ৬৯/১ই, কাশীপুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৬, এডিএসআর -কাশীপুর দমদম, ডিএসআর বারাসত। সম্পত্তি জয়ন্ত কুমার ঘোষের নামে।
১. **মেসার্স চন্দ অ্যান্ড চন্দ ইঞ্জিনিয়ার্স।** অংশীদারগণ : শ্রী রাজা চন্দ, শ্রীমতি সারদিয়া চন্দ, উত্তর নিবরা, পঞ্চাননতলা, পো : নিবরা, থানা : ডোমজুড়, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১১৪০৯। ২. **শ্রী রাজা চন্দ,** পিতা সত্যব্রত চন্দ। ৩. **শ্রীমতি সারদিয়া চন্দ** স্বামী রাজা চন্দ। **উভয়ের বসবাসের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এফ, ১৭৭, নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া পৌর সংস্থা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭১১১০১। **আরও ঠিকানা :** প্লট নং আরএস ৩৯৯, এলআর ৩৬৫, খতিয়ান নং আরএস ১৪৯, খণ্ড খতিয়ান নং ৪৮৭৮, এলআর ৬৮৫৫, জেএল নং ৫১, মৌজা নিবরা, থানা : ডোমজুড়, সলপ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১১৪০৯।	ক) ১,০০,৯২,৮৩৫.৭২ টাকা (এক কোটি বিরানব্বই হাজার আটশ পঁয়ত্রিশ টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৭৭৮৬, ২৯.০৫.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) বকেয়া খ) ০২.০৬.২০২৫ গ) ২৪.১১.২০২৫	**সম্পত্তি -১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ১ বর্গফুট কমবেশি বা ৩.৩০ ডেসিমেল কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট কমবেশি (টিন শেড) প্লট নং আরএস ৩৯৯, এলআর ৩৬৫, খতিয়ান নং আরএস ১৪৯, খণ্ড খতিয়ান নং ৪৮৭৮, এলআর ৬৮৫৫, জেএল নং ৫১,মৌজা নিবরা, থানা : ডোমজুড়, সপল গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১১৪০৯,তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে জমি দাগ নং ৩৯৯, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩৯৯, পূর্বে : জমি দাক নং ৪০০, পশ্চিমে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক। **সম্পত্তি -২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৫, এ এর, ৪র্থতলে, জি-৪ তলা ভবনে মাধব এনক্লেভ, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ১২৭, নেতাজি সুভাষ রোড,ওয়ার্ড নং ২৪, থানা ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১১১০১, এংব সমুদয় ভবন নির্মাণ ফিক্সচার, ফিটিংস এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। **সম্পত্তি নং ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান নং ১৬ এবং ১৭ একতলায়, মাধব এনক্লেভ, হোল্ডিং নং ১২৭, নেতাজি সুভাষ রোড,ওয়ার্ড নং ২৪, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১১১০১, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য। **সম্পত্তি নং ৪ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান নং ৩৩, একতলায়, মাধব এনক্লেভ, হোল্ডিং নং ১২৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ওয়ার্ড নং ২৪, থানা ব্যাঁটরা, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১১১০১, সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।
১. **শ্রীমতি ললিতা শ্রী মুর্তি,** ১১৪৪ মাদুরদহ কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট , ফ্ল্যাট নং ১, হোসেনপুর, কলকাতা -৭০০১০৭। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ১৫২৫ মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১০৭; **আরও ঠিকানা :** ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল স্টাডিজ, ৩৫৬/১, বড়খোলা, কলকাতা-৭০০০৯৯।	ক) ২,৩১,৩১,৪৮৬ টাকা (দুই কোটি একত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার চারশ ছিয়াশি টাকা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৪৮৩৯, ২২.০৮.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া খ) ২২.০৮.২০২৫ গ) ২৫.১১.২০২৫	**জমির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমি তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা : মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, টালিগঞ্জ থানা অধিক্ষেত্রে বর্তমানে তিলজলা থানা, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন এবং সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা - ৭০০১০৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক/ দক্ষিণে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/৩০/ পূর্বে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৭// পশ্চিমে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৫। **ভবনের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি একতলা এবং ৩ তলা ভবন বসবাসের জন্য ব্যবহৃত ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৪৯০০ বর্গফুট ,লিফট সহ নির্মিত, অবস্থিত তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা : মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১ টালিগঞ্জ থানা অধিক্ষেত্রে বর্তমানে তিলজলা থানা, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১০৭। সম্পত্তি ললিতা শ্রী মুর্তি এর নামে। **পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ তারিখ ০৯.১১.২০২৫ ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস/একদিন প্রত্যাহার করা হল এবং সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্র প্রকাশনা চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

তারিখ : ২৬.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক Punjab & Sind Bank

শ্রীরামপুর শাখা
৫৪, কে. এম. শা স্ট্রিট
শ্রীরামপুর, পিন - ৭১২২০১
ই-মেল : s1470@psb.co.in

পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
ধারা ১৩(৪)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ
১.	**ক) শ্রীরামপুর শাখা** **খ) শ্রী সুকুমার পাল** পিতা সুধীর চন্দ্র পাল, ২/১৪২, মাহেশ কলোনি, পো : মাহেশ শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন : ৭১২২০২। **সহ ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি মৌসুমী হালদার** স্বামী শ্রী সুকুমার পাল, ২/১৪২, মাহেশ কলোনি, পো : মাহেশ শ্রীরামপুর, হুগলি, পিন : ৭১২২০২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত দোতলা ভবন/বসবাসের ভবন পরিমাপ এরিয়া একতলায় ৬১৭ বর্গফুট এবং দোতলায় ৬০২ বর্গফুট মোট ঢাকা এরিয়া ১২১৯ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : বৈদ্যবাটী, নিশীথ সেন সরণি, ওয়ার্ড নং ১৩, হোল্ডিং নং ১৬৮ (৯৯), থানা : শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি, দাগ নং এলআর ৩৭৬২ (অংশ) এবং ৩৭৭০(অংশ), এল্যার খতিয়ান নং ৫৯৭৮ এবং ৬০০৮, জেএল নং ৫, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিশীথ সেন সরণি; দক্ষিণে : ঋষিকেশ ব্যানার্জি এর ভবন; পূর্বে : নারায়ন প্রামাণিকের ভবন। পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**ক) ২৫.০৭.২০২৫** **খ) ২৩,৯৫,৯৫৮.৪৬ টাকা** (তেইশ লাখ পঁচানব্বই হাজার নশো আটান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ **গ) ২১.১১.২০২৫**
২.	**ক) শ্রীরামপুর শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী** পিতা প্রয়াত কমল কুমার চক্রবর্তী, ৫৩/এ/১, জে এন লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি -৭১২২০১। **সহ ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি মালিনী চক্রবর্তী,** স্বামী প্রয়াত কমল কুমার চক্রবর্তী, ৫৩/এ/১, জে এন লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি -৭১২২০১। **জামিনদাতা :** **শ্রীমতি মৌমিতা চক্রবর্তী,** স্বামী শ্রী সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী, ৫৩/এ/১, জে এন লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি -৭১২২০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ এরিয়া ৬২১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৪র্থতলে, ব্লক -বি, জি-৪ তলা ভবন পরিচিত আদর্শ ভ্যালি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত মৌজা : বল্লভপুর, জে এন লাহিড়ী রোড, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, জমির এরিয়া বিবরণ কমবেশি ১০ কাঠা , আরএস দাগ নং ১৭৫/২৩১২, এলআর দাগ নং ৫৩৫, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৫১৯, হোল্ডিং নং ৫৩/এ/১/এ, জে এল নং ১৪, **সম্পত্তির চৌহদ্দি (ফ্ল্যাট) : জমি সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক; **দক্ষিণে :** অন্যান্য ভবন; **পূর্বে :** অন্যান্য ভবন, **পশ্চিমে :** অন্যান্য ভবন। **ব্লক বি- চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক, **দক্ষিণে :** এ কে কর্মকার এবং প্লট নং ৭৩/৬, **পূর্বে :** ব্লক -এ, আদর্শ ভ্যালি পরে সড়ক, **পশ্চিমে :** শ্রী মান্না এর সম্পত্তি।	**ক) ২৫.০৭.২০২৫** **খ) ৫,২৮,০৬১.৭৮ টাকা** (পাঁচ লাখ আঠাশ হাজার একষট্টি টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ **গ) ২১.১১.২০২৫**

তারিখ : ২১.১১.২০২৫
স্থান : শ্রীরামপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি দিপালী মালিক** স্বামী প্রয়াত উজ্জ্বল মালিক, গ্রাম এবং পো : মন্তেশ্বর, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১৪৫। **শাখা : মেমারি।**	**ক) ২০.০৮.২০২৫** **খ) ২০.১১.২০২৫** **গ) ২২,৯৮,১৯৭.২২ টাকা** (বাইশ লাখ আটানব্বই হাজার একশ সাতানব্বই টাকা এবং বাইশ পয়সা) **২০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তির মালিক :** প্রয়াত উজ্জ্বল মালিক, পিতা শ্রী দেব প্রসাদ মালিক, **সম্পত্তির ধরন :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি এবং ভবন। **সম্পত্তির নথির ধরন :** রেজিস্টার্ড দলিল নং ৫৯১, রেজিস্টার্ড দলিল নং ১৩৩, **সম্পত্তির ঠিকানা :** মৌজা মন্তেশ্বর, জেএল নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ৪২১২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২৬৫, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১৪৫, **গ্রাম পঞ্চায়েত :** মন্তেশ্বর, **শ্রেণি**-বাস্তু, **এরিয়া :** ২.৫০ শতক (কমবেশি), **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিমল মন্ডলের জমি সম্পত্তি; দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ সংযুক্ত পঞ্চায়েত রোড এবং দেব প্রসাদ মালিক এর সম্পত্তি; পূর্বে : দেব প্রসাদ মালিক এর ভবন; পশ্চিমে : পুকুর।
২.	**ঋণগ্রহীতা : মহ রেজাউল ইসলাম,** **পিতা প্রয়াত আবদুল মেইদ,** **মহ মেরাজুল ইসলাম,** পিতা মহ রেজাউল ইসলাম, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম এবং পোর নিঙঘা, থানা : মারগ্রাম, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২৪। **জামিনদাতা : মহ গোলাম মোর্তেজা,** পিতা মহ রেজাউল ইসলাম, জয়কৃষ্ণপুর, পো এবং থানা : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম,পিন : ৭৩১২২৪। **শাখা : রামপুরহাট।**	**ক) ০৫.০৯.২০২৫** **খ) ২০.১১.২০২৫** **গ) ১৫,৪৯,৩২৩.৭৭ টাকা** (পনের লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশ তেইশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **০৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত	**সম্পত্তি মহ রেজাউল ইসলাম,** পিতা প্রয়াত আবদুল মেইদ। **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন :** বিক্রয় দলিল নং ৯৫০০/২০০৮, ডিএসআরও -সিউড়ি, বীরভূম, শ্রেণি : বাস্তু, এরিয়া ০৪ ডেসিমেল, **সম্পত্তির ঠিকানা :** মৌজা : জয়কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১০৬, প্লট নং ৩৫৩, খতিয়ান নং ১৯৬৩, পুরসভা -রামপুরহাট, থানা এবং পো : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পিন -৭৩১২২৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (অ্যাপার্টমেন্ট অনুযায়ী) :** উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : মতিউর রহমান;, পূর্বে : গোলাম হোসেন; পশ্চিমে : নিজস্ব জমি।

তারিখ - ২৬.১১.২০২৫
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ,
৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, হাতিয়ারা
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী ত্রিদিব মুখার্জি মোবাইল - ৯৪৩৫৭৩১৪৪২, ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং '**যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ১২.১২.২০২৫ সময় - ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রীমতি বর্ষা দাস** স্বামী প্রয়াত দাবি প্রসাদ দাস, রাজা অ্যাপার্ট. এক তলা, হাতারমাঠ, (সোয়ান্স কম্পাউন্ড), পো : মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০১। **স্বত্ব দখলীকৃত**	জমির পরিমাপ ১) জমির পরিমাপ ৬৫ ডেসিমেল সমপরিমাপ ১ বিঘা ১৯ কাঠা ৫ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি-মোট ৯৮ ডেসিমেল থেকে , আরএস/এলআর দাগ নং ১৫৩, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৬৮১৫, ৬৮১৬, ৬৮১৭, ৬৮১৮, ৬৮১৯,৬৮২০ এবং ৬৮২১ (প্রথম সম্পত্তি), ২) জমির পরিমাপ ২৪ ডেসিমেল সমপরিমাপ ১৪ কাঠা ৮ ছটাক ১৪ বর্গফুট কমবেশি আরএস/এলআর দাগ নং ১৫৪, নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৬৮০২ এবং ৬৭৯৯, (দ্বিতীয় সম্পত্তি), মোট জমির পরিমাপ ৮৯ ডেসিমেল সমপরিমাপ ৫৩ কাঠা ১৩ ছটাক ২৩ বর্গফুট মৌজা রেকজোয়ানী, জেএল নং ১৩, থানা : রাজারহাট, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম	১২,৬৪,৫৯৪.৭৯ টাকা (বারো লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশ চুরানব্বই টাকা এবং উনআশি পয়সা) ০৬.০৭.২০২১ অনুযায়ী অধার্য সুদ এবং ০৭.০৭.২০২১ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।	১৩,৪০,০০০ টাকা ১,৩৪,০০০ টাকা ১০,০০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৬.১২.২০২৫**

পঞ্চায়েত অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫, একতলায় ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৫৭৩ বর্গফুট ব্লক -৩, কমপ্লেক্সের নাম বেলা, (উক্ত কমপ্লেক্স) রাজারহাট, কাজিয়াল পাড়া (রথতলা) থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং চিহ্নিত লাল কালিতে প্ল্যানে সংযুক্ত।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ক্যানাল, **পূর্বে :** ১৫ ফুট পঞ্চায়েত সড়ক, এবং দাগ নং ১৫৫, ১৫৭, **দক্ষিণে :** দাগ নং ১৬৯, ১৭১, **পশ্চিমে :** ১৫ ফুট পঞ্চায়েত রোড এবং দাগ নং ১৫২, ১৫০।
সম্পত্তি দাবি প্রসাদ দাস এর নামে দলিল নং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ৪২৯৬৭৯ থেকে ৪২৯৭২৯ দলিল নং ১৫২৩১০৮৫৫-২০১৯ সালের।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন
- ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৬.১১.২০২৫
স্থান : রাজারহাট, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ইচ্ছাপ্রকাশ কাবুলের

কাবুল, ২৫ নভেম্বর: ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি করার ইচ্ছাপ্রকাশ করল কাবুল। পাকিস্তান-আফগানিস্তান টানাপড়েনের মাঝে সোমবার আফগানিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী আলহাজ নুরউদ্দিন আজিজি জানিয়েছেন, এ সংক্রান্ত আলোচনা করতে আগামী মাসের মধ্যেই সে দেশের এক বাণিজ্য প্রতিনিধি নয়াদিল্লি সফরে আসতে পারেন।

এই প্রথম বার ছ'দিনের জন্য ভারত সফরে এসেছেন আজিজি। সোমবার তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের কাছে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। তাই দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি করতে চায় কাবুল।

বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে একপ্রকার আশ্বাস দিয়েই আজিজি বলেছেন, 'আফগানিস্তানে বাণিজ্যের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে খুব বেশি প্রতিযোগী নেই। বাণিজ্য করতে চাইলে শুল্ক সহায়তাও পাওয়া যাবে। আমরা জমিও দিতে রাজি। নতুন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে পাঁচ বছরের কর ছাড় দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।' ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা ৯০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। তবে আফগান মন্ত্রী জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে এর চেয়ে 'অনেক বেশি' বাণিজ্যের পরিকল্পনা রয়েছে কাবুলের।

নীতীশ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কর্মসংস্থান নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত

পাটনা, ২৫ নভেম্বর: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দশম বার শপথ নিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার দুপুরে। তার পাঁচ দিনের মাথায় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক করলেন নীতীশ কুমার। মঙ্গলবার দুপুরে এনডিএ মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে আগামী পাঁচ বছরে বিহারের যুবকদের জন্য এক কোটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক শোনপুর, সীতামাড়ি সমেত ন'টি বিভাগীয় শহর-সহ মোট ১১টি শহরে গ্রিনফিল্ড টাউনশিপ প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিহারকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় রাজ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মিশনেরও অনুমোদন দিয়েছে। মুখ্যসচিব বলেন, 'নতুন যুগের অর্থনীতির পথে হেঁটে বিহারকে আগামী পাঁচ বছরে একটি ব্যাক-এন্ড হাব এবং 'আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র' হিসাবে গড়ে তোলা হবে।' এ ছাড়া রাজ্যের ন'টি বন্ধ চিনিকল চালু করা এবং নতুন ২৫টি স্থাপন করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতীশ মন্ত্রিসভা। আগামী ১ ডিসেম্বর বিহারে নতুন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিহারের মুখ্যসচিব প্রত্যয় অমৃত বলেন, 'মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প উন্নয়ন। বিহারকে একটি পূর্ব ভারতের টেক হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রতিরক্ষা উৎপাদন করিডর, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন পার্ক, আন্তর্জাতিক সক্ষমতা কেন্দ্র, মেগা টেক সিটি এবং ফিটনেস সিটি স্থাপন করা হবে।'

আফগানিস্তানে পাক হামলায় মৃত ১০

কাবুল, ২৫ নভেম্বর: আফগানিস্তানে ফের হামলা চালায় পাকিস্তান। মধ্যরাতের এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৯ শিশু ও ১ মহিলার। মৃত শিশুদের মধ্যে পাঁচজন বালক ও চারজন বালিকা। মঙ্গলবার তালিবান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লা মুজাহিদ একথা জানিয়েছেন।

এক্স হ্যান্ডলে মুজাহিদ লিখেছেন, 'পাকিস্তানি বাহিনী সাধারণ মানুষের বাড়িতে বোমা ফেলেছে। ফলস্বরূপ ৯টি শিশু ও এক মহিলা শহিদ হয়েছেন।' কোনও সামরিক পরিকাঠামো হয়, নিরীহ মানুষের বাসস্থান লক্ষ্য করে পাকিস্তানি হামলার তীব্র নিন্দা করেছে আফগান সরকার। এছাড়াও সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, পাক হামলায় আফগান সীমান্তে আহত হয়েছেন চার আফগান নাগরিক। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের তরফে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ

'আত্মঘাতী' নাবালিকা

ছত্তিশগড়

রায়পুর, ২৫ নভেম্বর: শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনে আত্মঘাতী পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের যশপুর জেলার এক ১৫ বছর বয়সি পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছে রবিবার। বেসরকারি স্কুলের ওই ছাত্রীর অভিযোগ, প্রিন্সিপাল তাকে যৌন হেনস্তা করেছে। তার জেরেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ১৫ বছর বয়সি ওই পড়ুয়া।

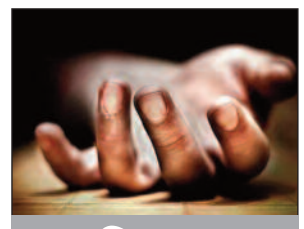

স্কুলের হস্টেলেই গলায় শাড়ির ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়া। ঝুলন্ত দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোটও। রবিবার ওই কিশোরী ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার পরেই শুরু হয় তদন্ত। অভিযুক্ত প্রিন্সিপালের নাম কুলদীপন টোপনো। তাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার যৌন হেনস্তা, আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ এনেছে ওই কিশোরী। গ্রেপ্তার হয়েছেন অভিযুক্ত শিক্ষক।

গ্রেপ্তার হওয়া কুলদীপনের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে। স্কুল চত্বরে তিনি যে হস্টেল চালাচ্ছিলেন, সেটি অবৈধ বলে জানিয়েছে তপসিলি জাতি দপ্তর। ২২ জন ছাত্র এবং ১১ জন ছাত্রী ওই হস্টেলে থাকে। কিন্তু সেই হস্টেলের অনুমতি নেননি বেসরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল কুলদীপন। হস্টেলে থাকা ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেও, কুলদীপনের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। আগামী দিনে আরও তথ্য প্রকাশ্যে আসবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদীপ রাঠিয়া।

দুবাইয়ে গ্রেপ্তার মাদকচক্রের পাণ্ডাকে ভারতে ফেরাতে তৎপর এনসিবি

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর: দুবাইয়ে গ্রেপ্তার ২, ৫০০ কোটি টাকার মাদকচক্রের পাণ্ডা পবন ঠাকুর। গত সেপ্টেম্বরে পবনের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক 'সিলভার নোটিস' জারি করেছিল নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। তাতেই সাফল্য এল। খুব শীঘ্রই তাকে ভারতে ফেরানো হবে।

গত বছর দিল্লিতে মাদক আটক এবং পাঁচ সহযোগীকে গ্রেপ্তারের পর পরিবার-সহ দুবাইতে পালিয়ে যান পবন ঠাকুর। সেখান থেকেই চোরাচালান এবং অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিলেন তিনি। দুবাইতে একাধিক সম্পত্তি কেনেন অভিযুক্ত। একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি কেনেন। দুবাই হিলস এস্টেটে একটি প্রাসাদপম ভিলা ক্রয় করেন। এই হাই প্রোফাইল দুষ্কৃতীকে ভারতে ফেরানোর তোরজোর শুরু করেছে এনসিবি। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লিতে প্রায় ৮২ কিলোগ্রাম কোকেন ধরা পড়ে। যার বাজার মূল্য ২,৫০০ কোটি টাকা। তদন্ত সূত্রে জানা যায়, ওই মাদক পাচারের পরিকল্পনা করেন পবন ঠাকুর। সমুদ্রবন্দর মারফত ভারতে ঢুকেছিল মাদক। এরপর তা বন্দরের কাছে গুদামে মজুত করা হয়। ট্রাকে চাপিয়ে দিল্লিতে পৌঁছে দিতেই ধরা পড়ে। কয়েক সপ্তাহ আগে রাজধানীতে ধরা পড়ে ২৮২ কোটি টাকার মাদক। এর পিছনেও পবনের হাতযশ রয়েছে বলেই ধারণা তদন্তকারীদের। এছাড়াও 'হাওয়ালা' তথা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে পবন ঠাকুরের বিরুদ্ধে। দিল্লির কুচা মহাজনি মার্কেটে 'হাওয়ালা' ব্যবসা থেকেই অন্ধকার জগতে হাতেখড়ি অভিযুক্তের। মাদক সংক্রান্ত তদন্ত ছাড়াও, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) পবনের জাল আমদানি-রপ্তানি নথিপত্রে ৬৮১ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাচারের তদন্ত করছে।

ময়দান

জয়ের জন্য ৫৪৯ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত দিনের শেষে দুই উইকেটে ২৭। হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ জিততে দক্ষিণ আফ্রিকার চাই ৮ উইকেট।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-24/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 44) Dated:-22/11/2025. The last date of online submission of tender is 19/12/2025 upto 14:00 hours.For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/244/2025 Dated 24.11.2025.** under APAS fund (for efficient bidders for details visit Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad
NOTICE INVITING QUOTATION
Sealed quotations are hereby invited from reputed, bonafide, and financially capable individuals for taking on rent a percel of land, under the terms and conditions as may be decided by the Municipality from time to time. Location - A shed in front of the Beldanga Municipality Park. (Area-Length- 16 Meters, Breadth - 7.5 Meters). The Last date and time for submission quotation **10th December 2025.** For details visit- **www.municipalitybeldanga.org** and Office Notice Board.
Sd/- **Chairperson,**
Beldanga Municipality

WBCADC TAMLUK PROJECT
NIT NO. 06/2025-26, DT. 24/11/2025
E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. For Repair & Renovation of electrical works of administrative office building hatchery WBCADC Tamluk Project. Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from 26/11/2025. Tender ID: 2025_PRD_958290_1. Bid submission end date for the following works 23/12/2025 at 17:30 hrs. Estimated Cost Rs. 5,49,876.00
Sd/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Mob No: 9732597683, 9434667766

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 2037/RM, Date - 25.11.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-4e/2025-26/3rd Call/SL1
Tender ID : 2025_MAD_959117_1
Name of the work: Installation, Commissioning, Testing of Dilapilated Existing Chimney over Existing R.C.C. Foundation at Baitarini Ranaghat Electric Crematorium at ward no.10 within Ranaghat Municipality.
Last Date Submission of Bid: 23.12.2025
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Tender Notice
ARCHITECTURAL firms are hereby invited to submit quotation for the architectural job (drawing, designing and sanctioning of the Building Plan) in respect of Plot no. AA-IIIB/736 New Town, Kol, having 270.02 sq.mt of area of Naba Bitan Co-op Housing Society Ltd. The last date of submission of the Quotation is 11th of December. The selecte process is the discretionary part of the Society.
Address:- F/H-18/3, Jyangra Swamiji Pally, Baguiati, Kol:-700059
Ph no:-9830398667

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION
The last date of submission of tenders has been extended by The General Manager, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:
1. NIeT-354/25-26 Gr No-3,5,19,23,31,33,35, Tender Id: 2025_WBAIC_936131_3,5,19,23,31,33,35 and NIeT-356/25-26, Gr-4, Tender ID: 2025_WBAIC_937822_4 for the District of Malda and Alipurduar has been extended for bid submission closing to **23-12-2025 upto 3.00 pm.**
Date: 25.11.2025 **Sd/- Genderal Manager**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1921/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of concrete road from H/O Shyamal Drs. towards Sangita Naskar house via Nibedita Bhaban at Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 199, Proposal SL No- 3 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,87,391.00

Bid Submission end date: **22.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/301/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated : 25.11.2025,
WBMAD/UM/310/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated : 25.11.2025,
WBMAD/UM/345/APAS/e-Tender/2025-26(2nd Call) Dated : 25.11.2025,
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road. Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 4 Nos. scheme vide **NIT No: 381/MGP/2025-26 (Sl. 1-2), 382/MGP/2025-26 (Sl. 1) & 383/MGP/2025-26 (Sl. 1), Date: 12.11.2025** under **PLC, SBM, 15th FC Fund**. Date of Sale of Tender Form : **02.12.2025 to 10.12.2025.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **10.12.2025 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender : **12.12.2025 at 02:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Pradhan
Mallickpur Gram Panchayat

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-24/APAS/2025-26** for Installation and Commissioning of Highmast Light, LED Street Light and Mini Mast Light etc.under APAS within Krishnanagar Municipality.The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.
Tender Id: 2025_MAD_944751_1 to 2025_MAD_944751_25.
Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Panchayat Samity
Village + PO.: Sabdalpur,
North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT No: 575/BGP/APAS/2025
Date 10-11-2025
Tender ID: 2025_ZPHD_957480
(SL No 1 To 31)
NIT No: 578/BGP/APAS/2025
Date 11-11-2025
Tender ID: 2025_ZPHD_957895
(SL No 1 To 23)
Published Date- **24/11/2025.** Document Download/Sale Start Date- **24/11/2025.** Document Download/Sale End Date- **22/12/2025.** Bid Opening Date **24/12/2025**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/10/25-26 ই-টেন্ডার তারিখ : ২১.১১.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার,হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এপিএএস অধীন এইচএমসি এর বিভিন্ন স্থানে জল সরবরাহ পাইপ লাইনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এর বিভাগীয় (কার্যরত) ডব্লুএস, অফিস ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৭.১২.২০২৫, সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২০৩(১)/২৫-২৬
২৪.১১.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/1219/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from Santosh Mitra towards Mrinal Bhattacharya in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-184(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,93,220.00
WBMAD/ULB/ RSM/1236/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Bablu Halder towards H/O Lakhan Das in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,83,764.00
WBMAD/ULB/ RSM/1237/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Goutam Chakraborty towards H/O Goutam Sarder in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,293.00
WBMAD/ULB/ RSM/1238/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Goutam Chakraborty towards H/O Nani Koyal in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,75,646.00
WBMAD/ULB/ RSM/1246/25-26 Dated 01.11.2025	Construction of brick pavement from h/o nani gopal das towards milan das and h/o deb kumar towards shambhu mishra in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Apas, Booth No.-179 (Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 5,35,525.00
WBMAD/ULB/ RSM/1220/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of Bituminous Road From Kanti Das towards Bablu sing & Ashok Das to Shyam Das in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 184, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,95,398.00
WBMAD/ULB/ RSM/1245/25-26 Dated 01.11.2025	Construction of Brick Pavement road from h/o Ajoy Gopal towards H/O Arun Bhattacharya via H/O Santa Sarkar & H/O Mishu Rudra Paul towards H/O Krishna Paswan via Nityananda Das at Ward No-24 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 179, Proposal SL No-1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,44,830.00
WBMAD/ULB/ RSM/1235/25-26 Dated 01.11.2025	Upgradation of concrete road from H/O Sambhu Pal towards H/O Gopal Das in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-185(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,29,705.00

Bid Submission end date is being extended from **25.11.2025 at 11-00 hrs to 25.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) **Name of the Work:** Improvement of illumination with erection of Steel Tubular Pole, Supply of LED Street Lights, PVC Un-Armoured Cable at Prafulla Chaki 4 No Street, under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/395(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_958721_1 • Estimated Amount : 69,554.00/-
2) **Name of the Work:** Improvement of illumination with erection of Steel Tubular Pole, Supply of LED Street Lights, UG PVC Armoured Cable at Sail Cooperative Water Tank Periphery Road, under Ward No.- 22 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/395(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_958721_2 • Estimated Amount : 2,93,807.00/-
3) **Name of the Work:** Repairing of Drain with RCC Cover Slab from 8th Matangini Hazra to 14th Matangini Hazra near Children Park under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/395(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_958721_3 • Estimated Amount : 1,25,790.00/-
4) **Name of the Work:** Supplying Fitting and Fixing of Chainlink Fencing at Rani Rashmoni Childrens Park near Prafulla Chaki within Ward No.- 22.
e-Tender No. : WBDMC/W/395(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_958721_4 • Estimated Amount : 5,09,906.00/-
5) **Name of the Work:** Fencing Shed Construction near Gosthopal Ground, Street - 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/396(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_958768_1 • Estimated Amount : 3,86,797.00/-
6) **Name of the Work:** Open Platform, Construction of 2 Nos Gosthopal Ground to protect Electrical Transformer within Ward No.- 22.
e-Tender No. : WBDMC/W/396(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_958768_2 • Estimated Amount : 5,89,873.00/-
7) **Name of the Work:** Repairing of Road by Cement Concrete from A3-9 to A2 - 12, T2 - 1/4 to T2 - 5/1 and Santoshi Mandir to Golden Club within Ward No.- 23.
e-Tender No. : WBDMC/W/402(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959073_1 • Estimated Amount : 9,52,817.00/-
8) **Name of the Work:** Supply Fitting and Fixing of Street Light at A3-9 to A2-12, Diamond Club to Golden Club More under Ward No.- 23 of Durgapur Municipal corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/402(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959073_2 • Estimated Amount : 45,857.00/-
9) **Name of the Work:** Upgradation of Flank by Cement Concrete of Astronaute Avenue within Ward No.- 27.
e-Tender No. : WBDMC/W/403(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959555_1 • Estimated Amount : 9,99,269.00/-
Last Date : 29th December 2025, up to 11:00 am
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 3rd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 50/WS/ Eng/2025 Dt. 09-10-25
Bid Submission period: 24.12.25 instead of 24.11.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Notice Inviting e-Tender
Undersigned invites **E-NIT Memo No: 554/DNK-PS/ENG/ 2025, Date : 25/11/2025** for some civil works under Rural Roads -2025 Fund. Last date of bid submission through online at e-procurement link **https://wbtenders.gov.in** on **10.12.2025 at 5:00 PM.** Details can be seen at **www.hooghly.nic.in** or at the office of undersigned in any working days within office hour.
Sd/-
Executive Officer
Dhaniakhali Panchayat Samity
Dhaniakhali, Hooghly

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
1. TENDER NO: WBMAD/ULB/ BM/ PW/APAS/NIT– 29(2nd Call)/2025-2026
Memo No:- 3332/PWD/BM/2025-2026, Dated-22.11.2025
Name of the Work:- 1 (One) No. work- Sl. 1 Upgradation of Community Toilet with roof and door repair at Ukilpatty Konrapara in ward no. 12 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission: 20.12.2025
2. WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT– 30(2nd Call)/2025-2026
Memo No:- 3333/PWD/BM/2025-2026, Dated- 22.11.2025
Name of the Work:- 3 (Three) Nos. work- Sl. 1- 3 Upgradation of Cement concrete road in ward no. 2 under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission: 20.12.2025.
3. WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance/ NIT– 54/2025-2026
Memo No:- 3206/PWD/BM/2025-2026, Dated-20.11.2025
Name of the Work:- 12 (Twelve) Nos. work- Sl. 1- 12
Installation of Submersible pump in different wards under Bolpur Municipality. Last Date of Submission: 26.12.2025. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-47/2025-26 (Sl. No. 3 & 4) Dated 03.11.2025
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 29.12.2025 in place of 24.11.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_937462_1, **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_937596_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

ABRIDGED TENDER NOTICE
e-tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work Dev. works at 110 no Booth within Ghatal Municipality under APAS Scheme as per NIT no. WBMAD/GHATAL/APAS/NIT- 2e/2nd Call/2025-26, Dated: 18.11.2025, Tender ID is 2025_MAD_926348_1 and Construction of Community toilet Tender Ref. No. WBMAD/GHATAL/NIT-11e/2025-26 & Tender Id: 2025_MAD_927948_1 Tender Corrigendum for bid submission extension date for Tender Id: 2025_MAD_922134_1 to 2025_MAD_922134_12 and 2025_MAD_922134_25.
Sd/- Chairman,
Ghatal Municipality, Ghatal , Paschim Medinipur

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 72 Nos. scheme vide **NIT No: 505/MGP/2025-26 (Sl. 1-32), 506/MGP/2025-26 (Sl. 1-22), 507/MGP/2025-26 (Sl. 1-3), 508/MGP/2025-26 (Sl. 1) & 509/MGP/2025-26 (Sl. 1-14), Date: 19.11.2025** under **APAS Fund**. Date of Sale of Tender Form : **26.11.2025 to 22.12.2025.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **22.12.2025 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender : **24.12.2025 at 02:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Pradhan
Mallickpur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৬ নভেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

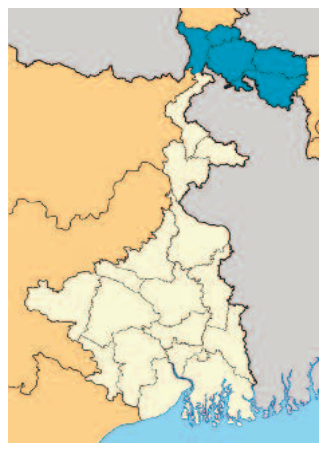

কাশ্মীর নয়, এই বঙ্গে রয়েছে মিনি ভূস্বর্গ রঞ্জু ভ্যালি

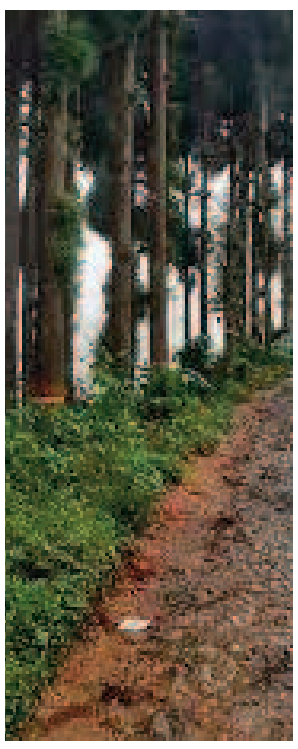

ক্যালেন্ডারে জানুয়ারি ২০২৫। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে চলতি সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীতের আমেজ অনুভূত হতে পারে। আর এই শীতের মরশুমে ভাবছেন কোথায় যাবেন? যেতেই পারেন দার্জিলিং থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এক পাহাড়ি গন্তব্যে।

গাভির মতো চড়ে বেড়ায় মেঘ। আপনি নিজের হাতে বা কাপড়ের আঁচলে মেঘ বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবেন। শীতের মরসুমে এই পাহাড়ি উপত্যকা হয়ে ওঠে আরও সুন্দর। দার্জিলিং থেকে এই পাহাড়ি উপত্যকার দূরত্ব ১৫ কিলোমিটারের মতো। এই পাহাড়ি গন্তব্যকে মিনি ভূস্বর্গ বললেও কোন ভুল হবেনা। হাতে সময় নিয়ে দু থেকে ৩ দিনের জন্য ঘুরে আসতেই পারেন এই রঞ্জু ভ্যালি থেকে।

যেখানে গেলে আপনার সারা সপ্তাহের ক্লান্তি নিমেষের মধ্যে দূর হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই রঞ্জু ভ্যালির উচ্চতা ৬ হাজার কিলোমিটার। চারপাশে রয়েছে সবুজের সমাহার, মাঝে মধ্যে মেঘ সরলে উঁকি মারে কাঞ্চনজঙ্ঘা। নিরিবিলি শান্ত এই উপত্যকায় বেশি পর্যটকদের আনাগোনা নেই। এই পাহাড়ি উপত্যকায় সারাদিন আপনি ঘুরে বেড়াতে পারবেন পায়ে হেঁটে। এই পাহাড়ি উপত্যকায় অবস্থিত হোমস্টে গুলি একেবারে ছিমছাম। এখানে রয়েছে দুটি পাহাড়ের মতো টিবি, যেখানে বসে নিচের পুরো উপত্যকা দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এই পাথর দুটিকে বলা হয় বড় পাথর। আবার অনেকে এঁকে রঞ্জু ভ্যালি ভিউপয়েন্ট ও বলে থাকেন। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা মূলত চাষবাস করে থাকেন। পাহাড়ের ধাপ কেটে কেটে নেমে যাওয়া সরু রাস্তা ধরে হাঁটা, এ এক অন্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী এনে দেবে আপনাকে।

এই রঞ্জু ভ্যালি শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে দার্জিলিং পাহাড়ের মংপু সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন এর অন্তর্গত এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। পাহাড়ি উপত্যকা মানেই সেখানে পাখিদের আনাগোনা, রঙবেরঙের প্রজাপতির দেখা। প্রতিটি বাড়ির মধ্যেই রয়েছে বিশাল বড় বাগান, যেখানে নানা ধরনের ফুলের সমাহারের পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড। এখানে এসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই দেখতে পাবেন আপনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে হোমস্টের জানালার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ি জঙ্গলের ভিতর বুক চিড়ে ছোট এক কাঠের সেতুর নীচ দিয়ে বয়ে গেছে পাহাড়ি নদী। রঞ্জু ভ্যালি যেতে হলে আপনাকে এনজেপিতে নেমে সেখান থেকে শেয়ারে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে যেতে হবে।

কাশ্মীরের ডাল লেক

জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

একবার কাশ্মীরে কিছু বাঙালী পর্যটক উগ্রপন্থী হামলায় নিহত হয়েছিলো। তখন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে! কিন্তু যে জাতীর পায়ের নীচে সরষে থাকে, তারা কার কথাই বা শুনবে। তাই তখনও বাঙালীরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছেন, এখনো যাচ্ছেন। তবে জ্যোতি বসু বর্তমান কাশ্মীর দেখে যেতে পারেননি। দেখে যেতে পারেননি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে ভারতের অন্য সব রাজ্যের মতো ভারতের অঙ্গ রাজ্য করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে যে উগ্রপন্থা বন্ধ করা গেছে তা কিন্তু নয়। কারণ এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র আছে, যারা স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের সাথে পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এবং শেষ যে অমানবিক হত্যালীলা সেই প্রতিবেশী দেশ আমাদের কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে চালিয়েছে (২২ এপ্রিল ২০২৫), তাতে ২৬ জন পর্যটক মারা গেছে। ভারত তার বদলা নিয়েছে ক্ষ্মঅপারেশন সিন্দুরক্ষ্ম এর মাধ্যমে। এই অপারেশনের মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানে ঢুকে ৯ টি জঙ্গী ঘাটি ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ভ্রমণ প্রেমী বাঙালীদের তাতেও কাশ্মীর ভ্রমণ আটকাতে পারেনি। তাই তো কালিপূজোর পর ৫ দিনের জন্য বেড়িয়ে পড়লাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। দমদম দিল্লি হয়ে বিমানে শ্রীনগর। প্রথমেই আমাদের প্ল্যানিং ছিলো কাশ্মীরের বিখ্যাত ডাল লেক। যে ডাল লেকের কথা ইতিহাসে পড়েছি, ভূগোলে পড়েছি , বিভিন্ন সিনেমায় দেখেছি, আজ সেখানেই থাকবো। সে এক মনের মধ্যে অন্য রকম উত্তেজনা। ডাল লেকে থাকার জায়গা হলো বড় বড় বজরা । বজরার ভেতরটা এক একেকটি যেন থ্রি স্টার বা ফাইভ স্টার হোটেল। আগেই প্যাকেজের চুক্তি করা এক পর্যটন কোম্পানি এয়ার পোর্ট থেকে আমাদের ডাল লেকের ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো অনেক গুলো ডিঙ্গি নৌকা। কিন্তু তা আমাদের গ্রাম বাংলার মতো নয়। রঙীন সাজানো গোছানো অপরূপ দেখতে। যার নাম ক্ষ্মশিকারাক্ষ্ম । শিকারা করে আমাদের নির্দিষ্ট বজরায় চলে গেলাম। বজরাগুলি ডাল লেকের পাড় ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই আমাদের আগামী দুই দিনের ঠিকানা। বজরার কেয়ার টেকারের সাদর অভ্যর্থনা সকলকে মুগ্ধ করবেই। বজরাগুলি টু-বেড, থ্রী-বেড বা ফোর বেডের হয়। সাথে টয়লেট এবং বাথরুম। ঠান্ডার দেশ কাশ্মীর। তাই বজরায় গড়ম জলের ব্যবস্থা রয়েছে। আবার বজরাগুলি যেহেতু সবসময় জলের উপর থাকে, ফলে রাতে ঠান্ডা বেশী পরে। তারজন্য কম্বলের সাথে হট ব্যাগ দেওয়া হয়। আর ব্রেকফাস্ট, টিফিন, লাঞ্চ এবং চা সবই বজরায় দেওয়া হয়। আপনি আপনার পছন্দমতো খাবার অর্ডার করতে পারেন। প্রথম দিন বজরায় পৌঁছাতে বিকেল হয় যায়। তাই খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম এবং রাতের খাবারের পর ঘুম।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে ডাল লেকের অনন্ত জলরাশীর বুকের উপর আমাদের শিকারা ভ্রমণ শুরু হয়। এতোদিন যা সিনেমার নায়ক নায়িকাদের করতে দেখেছি, আজ যেন সেই দেখা আমাদের জীবনেও বাস্তবে পরিনত হলো। শান্ত স্নিগ্ধ জলের উপর দিয়ে শিকারা চললো তার নিজের মতো করে। আমাদের দলের ছিলো তিনটি শিকারা। তিনটি শিকারা পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে আর আমাদের মন রঙীন আনন্দে ভরে উঠেছে। সকালের পর আবার বিকলেও শিকারা ভ্রমণ ছিলো।

পড়ন্ত সূর্যের আলো যখন ডাল লেকের জলে এসে পড়েছে, তখন এক অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের রক্তিম আলোর রং যেন কোনো এক শিল্পী ডাল লেকে জলের উপর একে দিয়েছে। দুদিন জলের উপর বজরায় থাকা এবং শিকারা করে ঘুরে বেড়ানো, এই স্মৃতি নিয়ে ডাল লেক ছেড়ে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে বেড়িয়ে পড়লাম।

বিমানে ছাড়াও এখন ট্রেনে করে শ্রীনগর যাওয়া যায়। হাওড়া থেকে কাটরা, কাটরা থেকে শ্রীনগর। সম্প্রতি কাটরা থেকে শ্রীনগর ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। পুরোটাই টানেলের মধ্যে দিয়ে । সেই ভ্রমণও মন ভরিয়ে দেবে। কাটরা থেকে শ্রীনগর প্রায় তিন ঘন্টার জার্নি।

জলপাইগুড়িতে ‘কিং-মেকার’ চা শ্রমিকেরাই

শুভাশিস বিশ্বাস

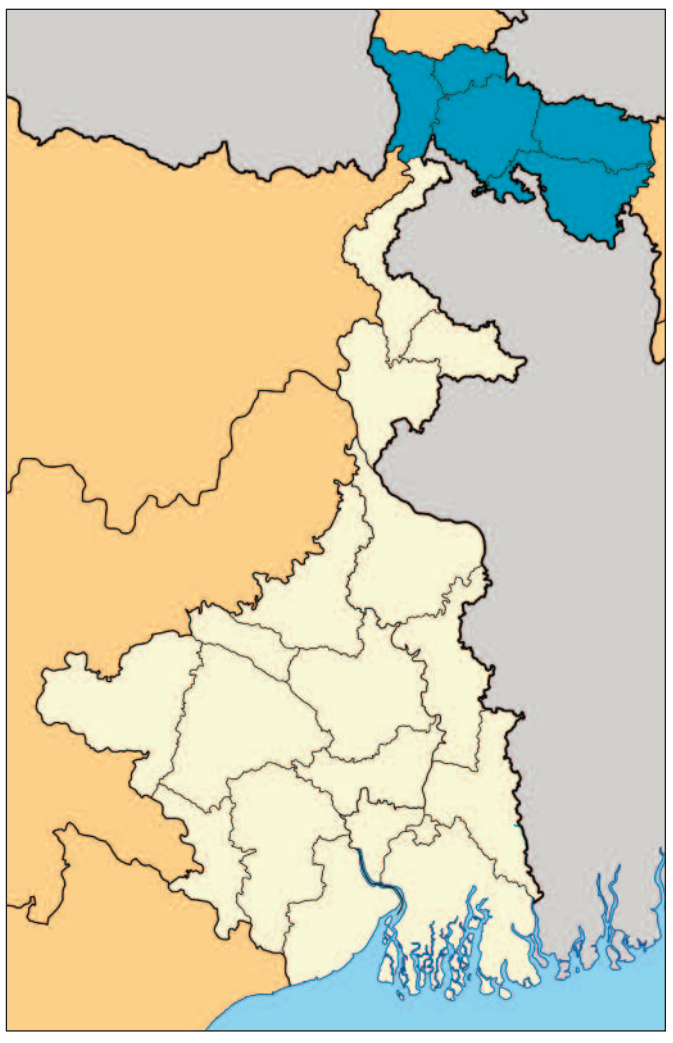

জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসন, যার সাংসদ বর্তমানে বিজেপির। ২০২৪ সালের নির্বাচনে ড. জয়ন্ত কুমার রায় পুনরায় সাংসদ নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে প্রথমবার লোকসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পায়। এরপর ২০০৯ সাল থেকে এই আসনটি তফশিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে জলপাইগুড়ি জেলা ও কোচবিহারের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই জলপাইগুড়ি লোকসভা। জলপাইগুড়ি লোকসভার মধ্যে রয়েছে মেকলিগঞ্জ, ধুপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল বিধানসভা কেন্দ্র। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান অনুসারে এখানকার মোট ভোটার প্রায় ১৮.৮৬ লক্ষ।

বর্তমানে এই লোকসভা বিজেপি তাদের আধিপত্য বিস্তার করলেও দীর্ঘকাল এই আসনটি পরিচিত ছিল বামফ্রন্টের ঘাঁটি হিসেবেই। এরপর এই লোকসভা কেন্দ্রের দখল নেয় বর্তমান বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে রাজনৈতিক এই ছবি বদলায় ২০১৯ সালে। ২০১৯ সালে বিজেপি প্রথমবার এই আসন দখল করে। এরপর ২০২৪ সালেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে বঙ্গে স্যাফ্রন ব্রিগেড।ফলে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের রাজনৈতিক চরিত্র বলছে বর্তমানে কোনও দলের স্থায়ী ঘাঁটি বলা যায় না, বরং এটি বারবার রং বদলানো আসন হিসেবে পরিচিত। রং বদলানো আসনের তকমা জলপাইগুড়িকে দেওয়ার কারণ, ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এখানে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে কংগ্রেস। এরপর কংগ্রেস দুর্গে ফাটল ধরিয়ে ক্ষমতা দখল করে বামেরা। এরই মাঝে এই জলপাইগুড়িতে আবার দেখা যায় কংগ্রেসের উপস্থিতি। ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থী সুখবিলাস বর্মা জয়ী হন। তবে কংগ্রেসের সেই আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। জলপাইগুড়ি ফের বামেদের দখলে যায়। এরপর ২০০৪ পর্যন্ত বামফ্রন্টের প্রার্থীরা এখানে জয়ী হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। এরপর ২০০৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসে। ২০১৪-তে বিজয় চন্দ্র বর্মনের হাত ধরে এই জলপাইগুড়ির মাটিতে ঘাসফুল ফোটে। বঙ্গ জুড়ে ঘাসফুলের আধিপত্য থাকলেও ২০১৯-এ বিজেপির পালে হাওয়া লাগে বেশ কিছুটা। সেই সময়েই জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের দখল নেয় পদ্মশিবির। জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী ড. জয়ন্ত কুমার রায়। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে পুনরায় জমি ফিরে পেতে চাইলেও বিজেপি উত্তরবঙ্গে তাদের সংগঠন ও প্রচারের মাধ্যমে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে।এই প্রসঙ্গে একটা কথা জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র সম্পর্কে বলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তা হল এখানকার ভোটারদের মধ্যে জাতিগত ও সামাজিক সংরক্ষণ ফ্যাক্টর নির্বাচনী ফলাফলে এক বড় ভূমিকা নেয়।

খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে চা শ্রমিকদের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এখানে অন্যতম নির্ণায়ক ভোটার গোষ্ঠী। আর বঙ্গের রাজনীতিবিদরা বিলক্ষণ জানেন এঁদের সমর্থন ছাড়া জলপাইগুড়ি আসনে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব।কারণ, এই জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে বহু চা-বাগান। আর এখানকার লক্ষাধিক শ্রমিকর জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের ভোটার। তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নতি, নূনতম মজুরি, স্বাস্থ্যসেবা ও বন্ধ বাগান খোলার প্রতিশ্রুতি এসবই তাঁদের ভোটের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রাখে। আর এই শ্রমিকরা সাধারণত স্থানীয় এবং তাঁদের দাবি ও সমস্যা সমাধানেক এক-একটি বিশেষ ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে একসাথে ভোট দেন। ফলে তাঁদের সমর্থন একদিকে গেলে আসন জেতা সহজ হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। বহু বছর ধরে তাঁরা তাঁদের ন্যূনতম মজুরি দাবি করে আসছেন। যে দল তাঁদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় তারাই সাধারণত সমর্থন পেয়েছে এই চা-বাগান শ্রমিকদের। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তত ৬টি চা-বাগান বন্ধ রয়েছে। এই সমস্যা ভোটে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে এটা বলাই বাহুল্য। তবে এটাও ঠিক, প্রতিটি নির্বাচনে দলগুলো চা শ্রমিকদের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তাঁদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। ২০১৯ ও ২০২৪ সালে বিজেপি চা শ্রমিকদের বড় অংশের সমর্থন পেয়েছিল, যা জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে পদ্মফুল ফোটার অন্যতম কারণ। এমনকী বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং শ্রমিকদের আকৃষ্ট করতে নানা সামাজিক প্রকল্প ও সুবিধা ঘোষণা করেছিলেন। তবে তাতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে চিঁড়ে ভেজেনি। ফলে চা শ্রমিকদের ভোটকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন ‘কিংমেকার ভোট’। আর রাজনৈতিক দলগুলো জানে, উত্তরবঙ্গের আসনগুলোতে চা শ্রমিকদের সমর্থন ছাড়া জেতা কঠিন।

শুধু চা বাগানের শ্রমিকেরাই নন, জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় এর রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব পড়ে।সংরক্ষিত আসন হওয়ায় তফশিলি ভোটারদের সংখ্যা ও প্রভাব এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি। তাঁদের সমর্থন ছাড়া কোনও দল জেতা কঠিন। এমনকী রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রিয় নেতাকে প্রার্থী করতে পারে না যদি তিনি তফশিলি জাতিভুক্ত না হন। এই প্রসঙ্গে এটাও না বললে নয় যে ২০০৯ সাল থেকে আসনটি তফশিলি সংরক্ষিত হওয়ায় প্রার্থীর তালিকায় বড় পরিবর্তন এসেছে। যেমন ২০১৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় চন্দ্র বর্মন জয়ী হন। এরপর ২০১৯ ও ২০২৪ সালে জয়ী হন বিজেপির ড. জয়ন্ত কুমার রায়।

অর্থাৎ, প্রতিবারই প্রার্থী নির্বাচনে দলগুলোকে তফশিলি সম্প্রদায়ের নেতাদেরই অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে।এতে দলীয় ভারসাম্য ও প্রভাবশালী নেতাদের ভূমিকা সীমিত হয়। আর রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রচার ও ইস্যুতে তফসিলি সম্প্রদায়ের সমস্যা যেমন শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক উন্নয়ন, চা-বাগান শ্রমিকদের অধিকার ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। সেই কারণেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা, চা শ্রমিকদের ভোট, সংরক্ষিত আসনের সামাজিক সমীকরণ এবং উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইস্যুগুলি আগামী দিনে এই কেন্দ্রের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

আর এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে বিজেপির প্রচার কৌশল মূলত উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইস্যু, চা শ্রমিকদের দাবি, এবং তারকা প্রচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এই কৌশল কার্যকরভাবে ফল দিয়েছে। কারণ বিজেপি বুঝেছিল যে উত্তরবঙ্গের ভোটারদের মন পেতে হলে আঞ্চলিক সমস্যা ও পরিচিত মুখকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, চা শ্রমিকদের ভোটকে কেন্দ্র করে প্রচার চালানো ছিল কৌশলগতভাবে সঠিক পদক্ষেপ। এদিকে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই জলপাইগুড়ি শহরে ব্যানার, পোস্টার, স্লোগান দিয়ে প্রচার শুরু করে বিজেপি। বার্তা ছিল, ‘আপনার একটি ভোট হবে শক্তিশালী সুরক্ষিত দেশ’। পাশাপাশি ন্যূনতম মজুরি, বন্ধ চা-বাগান খোলা, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসন এসবকে কেন্দ্র করে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড শ্রমিকদের আকৃষ্ট করারও চেষ্টা করে। একইসঙ্গে তারকা প্রচারক হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তীকে প্রচারে নামিয়ে স্থানীয় মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি আর পদ্ম শিবিরের কেন্দ্রীয় হাইকম্যান্ড। শুধু তাই নয়, বঙ্গ বিজেপি এও দাবি করে তারা সারা বছর সাংগঠনিক কাজ করে, ফলে ভোটের সময় প্রচার আরও কার্যকর হয়। পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের প্রচারে প্রার্থী জয়ন্ত রায় নিজে মাঠে নেমে প্রচার চালান, যাতে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ এক পৃথক মাত্রা পৌঁছায়।

এর পাশাপাশি ছিল বিজেপি বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তোলার ঘটনা। প্রতিটি বুথে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। অর্থাত, এভাবেই বিজেপির বার্তা পৌঁছে যায় একেবারে গ্রাসরুট স্তরে। শুধু তাই নয়, চা শ্রমিকদের বসবাসকারী এলাকায় নিয়মিত সভা, প্রচার ও সামাজিক কর্মসূচি চালিয়েও তাঁদের আস্থা অর্জন করে। আর এখানেই আর একটা কথা না বললেই নয়, শুধু নির্বাচনের সময় নয়, সারা বছর ধরে বিজেপি স্থানীয় সমস্যায় কর্মীদের সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। ফলে এতে ভোটারদের মনে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে দলটি সবসময় পাশে আছে।

কারণ, বিজেপি বুঝেছিল যে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, নিয়মিত উপস্থিতি ও সক্রিয়তা ভোটারদের আস্থা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। তাই সাংগঠনিক শক্তি এখানে বিজেপির জয়ের ভিত্তি তৈরি করেছে। আর এই সাংগঠনিক শক্তির ওপর ভরসা করেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে একাধিপত্য কায়েম করতে চায় বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড।